লেনিনের সংবিধান

বর্বর হাম্মুরাবীর কোডের

চেয়েও জঘন্য

শাহ্ আলম

প্রকাশনায়:
ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম
বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২
চাঁদপুর, বাংলাদেশ ।

ই-মেইল:
icwfreedom@gmail.com
icwfreedom@yahoo.com
ওয়েব সাইট:
www.icwfreedom.org

মোবা: ০১৬-৭৫২১৬৪৮৬,০১৭২-০০৮৫৮৫৩,
০১৭১-৭৮৯৫৮৫৭, এবং ০১৮১-৯০৭৬৩৫৭।

প্রকাশকাল:
মার্চ-২০১০।

মুদ্রণে-
দি চিত্রা প্রিন্টার্স
২০, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।

৫০ টাকা।

ভূমিকা

বলা হয়- দুনিয়ায় প্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন লেনিন। অতিতের রাষ্ট্রগুলো ছিল সংখ্যাংল্পের আর লেনিনের রাষ্ট্রটি সংখ্যাধিক্যের অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের রাষ্ট্র বলে এটি অতিতের যে কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক বলেও দাবী করা হয়। তবে লেনিনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি এখন নাই। না থাকার বিষয়টিকে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অনুরূপ বোধে বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে আমরা কয়েকজন লেনিনবাদী সহমত পোষণ করে অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লেনিনের অসংখ্য দুস্কর্ম যেমন অবগত হয়েছি তেমন লেনিনের ১৯১৮ সালের সংবিধান পর্যালোচনা করে যুগপৎ বিস্মিত ও হতবাক এবং যারপর নাই দু:খিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলাম কেবলই নিজেদের অজ্ঞতা, অন্ধত্ব ও মূঢ়তার জন্য।

পুঁজিবাদ যেমন চরম বার্ধক্যে উপনীত হয়ে জন্মগত সংকটের দুষ্টচক্রে পুন:পুন পতিত-নিপতিত হয়ে বিপন্ন হয়েছিল তেমন শোষক শ্রেণীর স্বার্থের পাহারাদার রাষ্ট্রও ব্যভিচার ইত্যাদির মাধ্যমে চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছিল বলেই মার্কসরা রাষ্ট্র সমেত পুঁজিবাদের অন্তিম যাত্রার বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত,তত্ত্ব-সূত্র ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিলেন। মার্কসদের বক্তব্যে- পুঁজিবাদের বিনাশ ও রাষ্ট্রের বিলুপ্তিই যেমন শ্রেণী বিনাশের তেমন শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির তথা সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি- সমাজতন্ত্রের শর্ত। কাজেই, বিশ্বময় প্রভুত্বকারী অথচ মরণাপন্ন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বৈশ্বিক পরিসরে বিলুপ্তির শর্তে মৃতবৎ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চিরাবসান বৈ জাতীয় পুঁজির বিকাশ সাধন বা তদার্থে স্থানীয় বা জাতিয়ভাবে রাষ্ট্র বিশেষ গঠন বা মৃতবৎ রাষ্ট্রের নবীকরণ -পুনর্গঠন করা শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস নির্দিষ্ট দায়িত্ব বা করণীয় নয়।

অথচ, মরণাপন্ন পুঁজিবাদ ও মৃতবৎ রাষ্ট্র রক্ষার অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুরভিসন্ধিতে- পুঁজি ও পুঁজিবাদ, মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য, শ্রম ও শ্রমিকশ্রেণী, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সাম্যবাদ ও সাম্যবাদের ভিত্তি সমাজতন্ত্র বিষয়ে মার্কসদের বিজ্ঞান সম্মত বক্তব্যকে সুকৌশলে খারিজ করা সত্ত্বেও জালিয়াতি ও প্রতারণামূলে নিজেকে সেরা রুশি মার্কসবাদী দাবীতে ও তৎপ্রতিপন্নে রুশীয় জারের পরিত্যাক্ত ও ভেংগে চুরমার হওয়া স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে জোড়াতালি দিয়ে পুনর্গঠনের জন্য কেবলমাত্র রুশীয় ভূখন্ডে রুশ রাষ্ট্র স্থাপন করলেন লেনিন যেটি- সংগত কারণেই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর দুশমন ও সমাজতন্ত্রের প্রতিবন্ধক।

তাছাড়া, লেনিনবাদী নেতাদের বয়ানে ও কিতাবে লেনিন ও লেনিনের রাষ্ট্র সম্পর্কে এতদিন যাবৎ যা জানতাম তা সমর্থন করে না খোদ লেনিনের সংবিধান বিশেষত, লেনিনের রাষ্ট্র যেমন লেনিনের সংবিধানমুলেই সংখাধিক্যেরতো নয়ই এমনকি, উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগীদের পুঁজিবাদী স্বার্থ ব্যতীত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংখ্যাল্পেরও কর্তৃত্বপূর্ণ নয় বরং মরণাপন্ন পুঁজিবাদের চাহিদা মতো গণতন্ত্র ইত্যাদির ভড়ং বিসর্জন দিয়ে কেবলই একজন মাত্র ব্যক্তির অর্থাৎ লেনিনের হুকুম-নির্দেশিত এবং তদার্থে সেনা-পুলিশ ও গুপ্তঘাতকসহ সশস্ত্র শক্তির প্রটেকশনে একদংগল রাজনৈতিক মাস্তান নিয়ন্ত্রিত এক চরম কর্তৃত্বের জঘন্য স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট।

অত:পর,অনুরূপ চরম কর্তৃত্বের আরো আরো সংবিধান বা রাষ্ট্রিক বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে ইতিহাসের দ্বারস্ত হই কেবলই লেনিনের জঘন্যতা নির্ণয়েই নয় বরং লেনিনের চেলা হিসাবে কতোটামাত্রায় শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষয়-ক্ষতি করলাম তা নির্ধারণপূর্বক লেনিননবাদী মোড়ল-পান্ডাদের দুস্কর্মের খতিয়ান উদ্ঘাটন,তদার্থে দায়-দায়িত্ব চিহ্নিত ও নির্দিষ্টকরণ এবং তৎপ্রতিবিধানে সচেষ্ট হয়ে সাম্যবাদী নীতিবোধের অর্থাৎ মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক উদ্ঘাটিত, সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের যথার্থতা যাচাইয়ে ।

পরাজিত রাজ-রাজাদের বশীকরণ ও প্রভুদের প্রতি দাসদের আনুগত্য নিশ্চিতকরণে আইনানুগ বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়- সামরিক শক্তিবলে অনেক রাজাকে পরাজিত ও বহু রাজ্য দখলকারী বলে পদোন্নত প্রিন্স ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট হাম্মুরাবীই এখনো পর্যন্ত ইতিহাসে প্রথম লিখিত আইন দাতা বা সংবিধান প্রণেতা। প্রায় ৩,৭৭০ বছর পুর্বে হাম্মুরাবীর কোড পাথরে খোদাই করে বিভিন্ন জনপদে প্রতিস্থাপন করা হলেও কালক্রমে তা মাটিচাপা পড়ে যায়। মাত্র ১৯০৩ সালে পুরাতত্ম বিভাগ হাম্মুরাবীর কোডটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

মার্কস-এ্যাংগেলসরা, হাম্মুরাবীর কোডের হুবুহু বিবরণী অবহিত না থাকলেও অনুরূপ বোধের সংবিধান ও সাবেকী আমলের মিথ-সংহিতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। প্রথম নগর রাষ্ট্র গ্রীসের সংবিধান সহ আমেরিকা- ইংলন্ডের আইন-বিধি বা ফ্রান্সের বুর্জোয়া সনদ ও আইন এবং অধিকতর গণতান্ত্রিক সুইটজারল্যান্ডের সংবিধান ইত্যাদি - শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী আধিপত্যের নিমিত্তে প্রণীত বিধায় অতিতের সকল সংবিধান বৈরীতাপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক হেতু সেসব তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিপরীতে-তাঁরা উভয়েই রচনা করেছিলেন শোষণমুক্ত, শ্রেণীহীন ও শাশ্বত শান্তির সাম্যবাদী সমাজের বৈজ্ঞানিক সংবিধান তথা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার।

সুতরাং, ইতিহাসের মানদন্ডে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারই যথার্থ ও সঠিক এবং মার্কসদের উদ্ঘাটিত-সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানও ভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ নয় অথবা নয় অসম্পূর্ণ।

সাম্যবাদী বোধে ক্রিয়াশীল ছিলাম বলেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের মানদন্ডে ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরিখে লেনিনের সংবিধানের তুল্যমুল্য নির্ধারণে বর্বর হাম্মুরাবীর মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া গত্যান্তর ছিল না বলেই তা করতে আমরা বাধ্য হলাম। কিন্ত, হায় ঈশ্বর, এবারেও আমরা লজ্জিত হলাম। কারণ- লেনিনের সংবিধান,বর্বর হাম্মুরাবীর কোডের চেয়েও জঘন্য।

অতিতের কুকর্মের জন্য অপরাধী নয়, মার্কসের ভাষ্যে 'বোকা' হলেও সাম্যবাদ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্মী হিসাবে আমরা সচেষ্ট ছিলাম সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের মানদন্ডেই লেনিনের সংবিধান ও হাম্মুরাবীর কোডের মান নির্ণয়ে। তবু, আমাদের বিশ্লেষণে ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই এমনটা দাবী করা সাম্যবাদীবোধের পরিপন্থী। কাজেই, বিপন্ন পুঁজিবাদের সেবক ও মৃতবৎ রাষ্ট্রের রক্ষক লেনিন ও লেনিননবাদী মোড়লদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে সাময়িকভাবে হলেও কার্যত লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাওয়া কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের প্রকাশ্য উপস্থিতি ও স্বক্রিয়তার তাগিদে কেবলমাত্র সাম্য প্রত্যাশীরা আমাদের ভুল-ত্রটি চিহ্নিতকরণে আন্ত রিকভাবে এগিয়ে আসবেন এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শাহ্ আলম
৩০ জানুয়ারী,২০১০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

লেনিনের সংবিধান
বর্বর হাম্মুরাবীর কোডের চেয়েও জঘন্য

ভ.ই.লেনিন, চেয়ারম্যান অব দি পিপলস কমিশার-রুশিয়ান রিপাবলিক,আদেশকারী কর্তৃত্ব হিসাবে -১০ জুলাই,১৯১৭ সালের রুশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটেড সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিক এর সংবিধানের ১ম পাতায় এডাপ্টশন বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, রুশীয় শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের অধিকারের ঘোষণা সংক্রান্ত ডিক্রি অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর, ১৯১৭ সালে লেনিন কর্তৃক জারীকৃত- "Declaration of the Rights of the Peoples of Russia." যেটি ৩য় সর্ব রুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে অনুমোদিত; সেই ডিক্রি ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত উপরোল্লেখিত তারিখে ৫ম সর্ব রুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেস দ্বারা অনুমোদিত বিধায় অত্র ডিক্রিমূলে এবং লেনিনের নীতি, নির্দেশনা ও কর্তৃত্বে প্রণীত হেতু এটি লেনিনের সংবিধান যা- মোট ৬টি অনুচ্ছেদ ও ৯০ টি ধারা সম্বলিত ।

যেহেতু-সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত রাষ্ট্রের বিলুপ্তি অর্থাৎ খোদ রাষ্ট্রই সমাজতন্ত্রের শত্রু; এবং প্রাক পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রাধান্য সম্পন্ন রুশিয়ার মতো রাষ্ট্রেতো নয়ই, এমনকি ইংলন্ড, ফ্রান্স বা জার্মানীর মতো পুঁজিবাদী, ব্যাভিচারী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেও একক ভাবে সামজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; এবং শ্রমিকশ্রেণী বৈ অন্য কোন শ্রেণীর পক্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়; এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের যাবতীয় প্রক্রিয়া,প্রথা ও বিধি-বিধান রদ-রহিত ও বাতিল করা বৈ ভূমিতে চাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও সমাজতন্ত্রের করণীয় নয় বা ব্যক্তি পুঁজিপতি বা রাষ্ট্রজীবী ব্যক্তি কর্তৃক উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগ-ব্যবহার করা নয় অর্থাৎ কোনভাবেই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের জন্য শ্রমশক্তির প্রয়োগ বা ক্রয়-বিক্রয় নয় তথা ব্যক্তি বা রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ-কর্তৃত্ব নামীয় গোত্র কর্তৃক উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগ-ব্যবহার বা আত্মসাৎকরণ নয় বা মজুরি দাসত্বের ব্যবস্থা তা হোক ব্যক্তি পুঁজিপতি বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রম শক্তি ক্রয় বা তদার্থে মজুরি প্রদান এককথায় মজুরি প্রথা চালু থাকে বা শ্রম শক্তি ক্রয় ও মজুরি প্রদানের সুযোগ সম্পন্ন বা তদানুরূপ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয় এমন ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র নয়।

তবু লেনিনের 'ভূমি ডিক্রি' বলে রাশিয়ার যৌথ মালিকানাধীন ভূমি বা রাজকীয় ভূমি বা জমিদার ও ধনী কৃষকদের ভূমি কৃষকদের মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে বন্টন এবং ষ্ট্যালিনের ভাষায় "মধ্যযুগীয় উপকরণ" দিয়ে চাষাবাসে কৃষকদের নিযুক্ত করা হয়েছে; এবং অনুরূপ ভূমি ব্যবস্থা সহ রাষ্ট্রীয় খাতভুক্ত শিল্প অর্থনীতি সমেত দেশের অপরাপর সকল খাতের রাষ্ট্রীয়করণ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রমশক্তি ক্রয় ও মজুরি প্রদান ও তদমূলে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থাৎ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণকারী বা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী গোষ্ঠী কর্তৃক উদ্বৃত্ত-মূল্য গ্রহণ ও আত্মসাৎকরণ তথা রাষ্ট্রীয় মনোপলির বা লেনিনের ভাষায় সমাজতন্ত্র হতে ফারাকহীন "রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ" প্রতিষ্ঠায় আবশ্যকীয় রাষ্ট্রের জন্য লেনিন অত্র সংবিধান গ্রহণ করেছেন।

অথচ, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান মতো রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ যেমন সমাজতন্ত্র নয় তেমন উপনিবেশিকতার মতোই পুঁজিবাদেরই একটি নীতি ও রূপ মাত্র বলেই রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ কার্যতই পুঁজিবাদ। সুতরাং, লেনিনের সংবিধানখানি যে, আগা-গোড়াই সমাজতন্ত্র বিরোধী ও সমাজতন্ত্রের সহিত সাংঘর্ষিক এবং সমাজতন্ত্রের পরপন্থী তাতে আর সন্দেহ থাকার সুযোগ-অবকাশ নাই।

তাছাড়া- সংবিধান, রাষ্ট্র গঠনকারী বা রাষ্ট্রের বা সংগঠনের সর্বোচ্চ আইন-দলিল বৈ রাষ্ট্রিক কোন অংগ বা কর্তৃত্ব বিশেষের কার্যাবলীর বিবরণী নয় বা তদার্থে হুকুম-নির্দেশিকাসম্পন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি নয়। অথচ, লেনিনের সংবিধানের সেকসন-৩,৫,৬, ৭ ইত্যাদিতে রুশ সোভিয়েতের ৩য় কংগ্রেসে কি কি বিষয় অভিনন্দিত হয়েছে; দেশের কোথা হতে সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছে; ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা ও আর্মেনিয়ার আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান, বা যুদ্ধ জয় বিষয়ে কংগ্রেসের দৃঢ় আশাবাদ পোষণ; এবং মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের মৌলিক সমস্যাদি মনে রাখার মতো প্রভুত্বসূলব নছিহৎ ইত্যকার বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে বিধায় অত্র সংবিধানটি কার্যত একটি সংবিধান হিসাবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়; বরং ব্যক্তি /দল বিশেষের উচ্চাভিলাশ প্রসূত রাজনৈতিক অসৎউদ্দেশ্য পূরণে দুরভিসন্ধিমূলে প্রণীত নানান গোঁজামিলের হযবরল মার্কা দলিল হেতু উক্ত দলিল পূর্বাপর বহু স্ববিরোধীতা-সাংঘর্ষিতকতায় ভরপুর বলেই সমগ্র সংবিধানটি আলোচনার আবশ্যকতা খুব একটা নাই । তবে, সমাজতন্ত্রের সহিত সাংঘর্ষিক-বৈরী ও পরিপন্থী এবং লেনিনীয় কেন্দ্রীকতার নজির তথা ব্যক্তি ও দল বিশেষের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব বা দাফট বা স্বৈরতন্ত্রেরও অধম স্বৈরতান্ত্রিক বা তদ্রুপ বিষয়ক - সংক্রান্ত কতিপয় সেকশন / অংশবিশেষ আলোচিত হলো:-

(ক) অনুচ্ছেদ-১,সেকশন-১। "Russia is declared to be a republic of the Soviets of Workers', Soldiers', and Peasants Deputies. All the central and local power belongs to these soviets." অর্থাৎ " শ্রমিক.সৈনিক, কৃষক সোভিয়েতের ডেপুটিগণের সাধারণতন্ত্র হিসাবে রুশিয়াকে ঘোষণা করা হল। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের উপর অর্পিত হল।" অথচ,
(১) বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ মতে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা ভুয়াভাবে হলেও অর্পিত হয়েছে জনগণের উপর। কিন্তু, সোভিয়েতের জনগণ নয়, আলোচ্য সেকশন মূলে সোভিয়েতের প্রতিনিধিগণের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে সোভিয়েতের ডেলিগেটগণই রুশিয়া সারাণতন্ত্রের ক্ষমতাধর মালিক গণ্য হয়েছে; যদিচ,লেনিনের ১৫ নভেম্বর-১৯১৭ সালের জন-অধিকার সংক্রান্ত ডিক্রিতেও বলা হয়েছে " জনগণের সার্বভৌমত্ব"।

অথচ, জার্মানীর সহিত রাশিয়ার মার্চ-১৯১৮ সালের চুক্তি বা রাশিয়ার সংবিধান সভার নির্বাচন ইত্যকার বিষয়াদিতে লেনিন জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার বা কার্যকর করাতো দুরের বিষয়, এমনকি চুক্তি বিষয়ে জনমতামতের কোন তোয়াক্কা করেনি এবং সাবেকী সোভিয়েত কার্যকর থাকা সত্ত্বেও সংবিধান প্রণয়নের জন্য লেনিনেরই কর্তৃত্বে -নিয়ন্ত্রণে

অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংবিধান সভা বাতিল করে জার আমলের শোষকদের সৃষ্ট সোভিয়েতের অধিকতর গণতান্ত্রিক চরিত্র বিষয়ে কেবলমাত্র নির্বাচন পরবর্তীকালে বোধীপ্রাপ্ত হয়ে তদমর্মে লেনিনবাদী ফতোয়া আবিস্কার ও জারী করে তদমূলে সেনা-পুলিশ দিয়ে সংবিধান সভার কক্ষ বন্ধ ও সংবিধান সভা বাতিল করার গণবিরোধী চক্রান্ত বাস্তবায়নেও জনকর্তৃত্ব বা গণ সার্বভৌমত্ব বিষয়ক তত্ত্বাদি মনে রাখেননি জনাব লেনিন। সোভিয়েত যদি এতই গণতান্ত্রিক হয়ে থাকে বা সোভিয়েত-ই যদি গণ সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাধর অর্গান হয়ে থাকে তবে, জনাব লেনিন সংবিধান সভার নির্বাচনই বা কেন তাঁরই কর্তৃত্বে আয়োজন-অনুষ্ঠান করেছিলেন বা সোভিয়েত বিষয়ে অনুরূপ ধারণা নির্বাচনপূর্বকালে জনাব লেনিন কেন জানতে/আবিস্কার করতে পারলেন না বা ১৯০৫ সাল হতে কেনইবা সংবিধান সভার দাবী করা সত্ত্বেও তদমর্মে নিজের তাত্ত্বিক ভ্রান্তি বা স্বীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কোনরূপ জবাব 'সার্বভৌম' রুশ জনগণের নিকট প্রদান করেননি। কাজেই, লেনিনের ডিক্রিমুলে প্রদত্ত রুশ জনগণের সার্বভৌমত্ব অত্র অনুচ্ছেদমুলে খারিজ করা হয়েছে;

(২) সমাজতন্ত্র কেবলমাত্র এবং একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন বিশ্ব সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা আবিস্কার করেছিল প্যারী কমিউন এবং মার্কস ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি কর্তৃক যা স্বীকৃত ও অনুমোদিত এবং নীতিগতভাবে কেবলমাত্র সেই রূপ সাধারণতন্ত্র ব্যতীত আর কোন সাধারণতন্ত্র যে, সমাজতন্ত্র নয় একথাটি অজ্ঞাত ছিল না লেনিনের মর্মে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' পুস্তকে তদ্বিষয়ে স্বীকার ও স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং লেনিন। প্যারী কমিউনে গণপ্রতিনিধি নয় বরং সকল ক্ষমতার মালিক ছিল জনগণ এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যেকোন মুহূর্তে প্রত্যার্য্য ছিল এই কারণে যে, তাঁরাও সামাজিক ক্ষমতার সুযোগে নিজস্ব সুবিধাভোগিতা ও সুবিধাবাদিতার বা স্বেচ্চাচারিতার মাধ্যমে নির্বাচক জনগণের বিরুদ্ধে যেতে পারেন । কাজেই, সোভিয়েতের ডেলিগেটগণের ক্ষমতা বর্ণিত অত্র অনুচ্ছেদ প্যারী কমিউনের সাধারণতন্ত্রের বিরোধী ও প্যারী কমিউনকে অস্বীকারকারী হেতু মার্কস ও ১ম আন্তর্জাতিকের পরিপন্থী;

(৩) তাছাড়া- কৃষক ভূমি হতে উৎখাত হয়ে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতির কারণেই । ফলে- কৃষকের আধিপত্য বা কর্তৃত্ব পুনর্বহাল নয় বরং ভূমি হারানো কৃষককে ভূমিতে পুন:প্রতিষ্ঠা করার দাবী যে প্রতিক্রিয়াশীল তাতো কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে যেমন বর্ণিত আছে তেমন মার্কস-এ্যাংগেলসদের বিভিন্ন রচনায় বিবৃত হয়েছে। তবু, কৃষক নয়, কৃষক প্রতিনিধির সোভিয়েত বা সোভিয়েতে কৃষক প্রতিনিধির আধিক্য-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ণিত অত্র অনুচ্ছেদ দ্বারা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সমেত তদসংক্রান্ত তত্ত্ব ও সূত্র বা সামাজিক ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়েছে হেতু কৃষকের সোভিয়েতের ডেপুটিগণের ক্ষমতা ও প্রাধান্যপূর্ণ সংবিধান সমাজতন্ত্রের সহিত কেবল বৈরীতাপূর্ণই নয়, বরং মার্কসবাদের নামে মার্কসদের সহিত যেমন প্রতারণা-জালিয়াতি করা হয়েছে তেমন কমিউনিষ্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্র সর্ম্পকে বিকৃতি-বিভ্রান্তি সমেত বানোয়াটি ও ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে;

(৪) রাষ্ট্র ও বিপ্লব গ্রন্থে লেনিন নিজেও স্বীকার করেছেন যে, প্যারী কমিউন তার প্রথম আদেশে স্থায়ী সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করেছিল। সেনাবাহিনী যে, লুণ্ঠন ও হত্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং শ্রেণী স্বার্থের পাহারাদার রাষ্ট্র অপরাপর শ্রেণী বা প্রতিদ্বন্দী অপরাপর পক্ষকে দমন-পীড়নে সর্বাধিক বর্বর ও কার্যকর রাষ্ট্রিক হাতিয়ার যে, সেনা-পুলিশ বাহিনী তাওতো নিশ্চিত করে ইতিহাস। শোষক শ্রেণী হত্যা-খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটনে ব্যবহার করে থাকে সেনা-পুলিশবাহিনী বলেই বর্বর সেনা-পুলিশ বাহিনী যতদিন থাকবে ততোদিন মানবজাতি যেমন সভ্য হতে পারবে না তেমন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

কারণ- অস্ত্রধারী ব্যক্তির অস্ত্র দ্বারা খুন-জখম হওয়ার ভয়মুক্ত হতে পারে না অস্ত্রহীন মানুষ। তাই,শোষিত মানুষকে ভয় দেখিয়ে,সেনা-পুলিশ দিয়ে হত্যা-খুন করিয়ে জনমনে আতংক সৃষ্টি ও তদানুরূপ প্রত্যয় এবং প্রতীতি জন্মিয়ে নিত্য মরণ ভয়ে ভীত খোদ আতংকগ্রস্ত শোষকগোষ্ঠী স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করে আসছে শ্রেণী বিভক্তির সূচনাকাল হতে। কিন্তু, শোষিত শ্রমিকশ্রেণী সকল প্রকার শোষণ-পীড়ন, নির্যাতন ইত্যকার তাবৎ বিষয়াদির বিলোপ সাধনের মাধ্যমে যেমন দুনিয়া হতে শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাবে তেমন সকল প্রকার ভয়-আতংক দুর করে সমাজ জীবনে অনাবিল শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী শ্রেণী হিসাবে সেনা-পুলিশ বাহিনী বিলোপ করবে এমনটাই স্বাভাবিক বলেই প্যারী কমিউন তাই করেছিল।

তদপুরি,শ্রেণী বিভক্ত সমাজেও সেনাবাহিনী কোন শ্রেণী নয় বরং, শোষক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া বা পেশাদার গুন্ডা বিশেষমাত্র। কাজেই, সমাজ বিকাশে বা বিবর্তনে দাস ব্যবস্থা হতে সামন্ততন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র হতে পুঁজিবাদে উত্তরণ পর্যন্ত শ্রেণী বিভক্ত কয়েকটি সমাজ ব্যবস্থা কার্যকর থাকলেও শ্রেণী স্বার্থের সশস্ত্র পাহারাদার সেনাবাহিনীর কোন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রূপ নজির ইতিহাসে নাই। বিপরীতে মিশরীয় ফারাও ডাইনেস্টী হতে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত -সর্বত্র সেনা বিশ্বাসঘাতকতার অসংখ্য নজির পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বিদ্যমান।

উপরন্ত,সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটন হতে হালের ওবামারা পুঁজির স্বার্থে বহু দেশে সামরিক হামলা-আক্রমণ পরিচালনা বা সেনা শাসনের প্ররোচক,ইন্ধনদাতা ও সহায়তাকারী হয়েও প্রকাশ্যে সেনা শাসনের বিরোধীতা করে তথাকথিত মানবাধিকার বা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের দোহাই ও ভড়ং দেখিয়ে মুলত বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করছে। সেনা আধিপত্য যে, কি ভয়াণক বস্তু বা বিষয় তা পাকিস্তান, ফিলিপিন, পানামা বা আফ্রিকার সেনাশাসিত দেশ সমেত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যেমন জানে তেমন বুঝতে অক্ষম নয় ইউরোপীয় সাধারণতান্ত্রিক দাবীদার কার্যত স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর জনসাধারণও।

অথচ, উক্ত অনুচ্ছেদে সেনাবাহিনীকে রুশিয়ার শ্রমিক-কৃষকের সমগোত্রীয় বা তদানুরূপ শ্রেণী বিশেষ হিসাবে কেবলই প্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদাই দেয়নি একই সাথে সমাজের উপর আধিপত্যকারী হিসাবে সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বিধায় সেনাশক্তির

আধিপত্যশীল রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর প্যারী কমিউন সমার্থকতো নয়ই বরং সন্দেহাতীতভাবে পরস্পরের বিরোধী-বৈরী ও সাংঘর্ষিক হেতু কেবলমাত্র উক্ত অনুচ্ছেদের হেতুবাদেই অত্র সংবিধান সমাজতান্ত্রিকতো নয়ই, গণতান্ত্রিকও নয়।

তাছাড়া- ১৯০৫ সালে প্রকাশিত "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির দুই রণকৌশল"পুস্তকে লেনিন নিজেই লিখেছিল যে, " প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও সামরিক শক্তি সহ জারতন্ত্র তাদের কাছে এত বেশী আবশ্যক যে তারা জারতন্ত্রের ধ্বংসের জন্য চেষ্টিত হতে পারে না। ওরা নয়, যে একমাত্র শক্তি 'জারতন্ত্রের উপর চূড়ান্ত জয়' অর্জন করতে সক্ষম তারা হচ্ছে জনগণ অর্থাৎ শ্রমিক এবং কৃষক-এখানে আমরা প্রধান বৃহৎ শক্তিগুলোকেই ধরছি এবং এই দুটির মধ্যে পল্লী এবং শহরের পেটি বুর্জোয়াদের বন্টন করে দিচ্ছি (এরাও জনগণ) । জারতন্ত্রের উপর বিপ্লবের চূড়ান্ত জয়ের অর্থ হল, **প্রলেতারীয়েত এবং কৃষকদের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ত্ব।**"

সুতরাং ১৯০৫ সালে লেনিন সাহেব নিজেও সেনা-পুলিশকে জন নিপীড়নের হাতিয়ার বৈ মুক্তিদাতা শ্রেণী বা গোত্র হিসাবে স্বীকার করেননি বরং কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকের জোট বা অনুরুপ জোটের শাসনকেই রুশ বলশেভিকদের লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট করেছেন হেতু ১৯০৫ সালের লেনিনের মতেই ১৯১৮ সালের চেয়ারম্যান লেনিন সমর্থিত নয় বিশেষত সেনা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিষয়ে হেতু মার্কস-এ্যাংগেলস বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা প্যারী কমিউনের নিরিখে নয়,খোদ লেনিন সাহেবের নিদান ও ফতোয়া মতোই অত্র সংবিধান কেবলমাত্র অত্র সেকশনের কারণেই গণতান্ত্রিক নয় ; এবং

(৫) ষ্ট্যালিনের ১৯৩৬ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১। " The Union of Soviet Socialist Republic is a socialist state of workers and peasants." অর্থাৎ সেনাবাহিনী নয়, শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। অত:পর, এ দুয়ের মধ্যে লেনিনের সেনা আধিক্যের ও কর্তৃত্বের অত্র সংবিধান, না কি সেনাবাহিনীর নাম-গন্ধহীন কেবলই শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র-রূপ ষ্টালিনের সংবিধান, কোনটি সমাজতান্ত্রিক? তবে দুনিয়ার তাবৎ লেনিনবাদীরা দু'টিকেই সমাজতান্ত্রিক সংবিধান বলে থাকেন বটে। ষ্ট্যালিনও কম বজ্জাত নয়, তাঁর সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদে সেনা কর্তৃত্বের শব্দরাজি উল্লেখিত নাই বটে, তবে অনুচ্ছেদ-৪৯ দ্বারা রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা বিধানে সামরিক আইন জারীর সুযোগ রেখেছেন। যদিচ, বাংলাদেশ সহ বহুদেশ এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরুপ ভাবে সামরিক আইন জারীর সাংবিধানিক বিধান নাই । সুতরাং-লেনিনের সংবিধান সমাজতান্ত্রিকতো নয়ই এমনকি গণতান্ত্রিকও নয়।

(খ) সেকশন ১২, ২৪ ও ৩০ এর যথাক্রমে ইংরেজী উদ্ধৃতি এই:

"12. The supreme power of the Russian Socialist Federated Soviet Republic belongs to the All-Russian Congress of Soviets, and, in periods

between the convocation of the congress, to the All-Russian Central Executive Committee.
24. The All-Russian Congress of Soviets is the supreme power of the Russian Socialist Federated Soviet Republic.
30. In the periods between the convocation of the congresses, the All-Russian Central Executive Committee is the supreme power of the Republic."

অর্থাৎ ১২ ধারায় বর্ণিত বিষয়াদিকে আবারো আলাদা আলাদাভাবে ২৪ ও ৩০ ধারায় পুনরোক্তি করে বলা হয়েছে যে, রুশিয়ান সোশ্যালিষ্ট ফেডারেল সোভিয়েত রিপাবলিকের সুপ্রিম বা সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সংগঠন হচ্ছে সর্ব রুশিয়ান সোভিয়েত কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে সর্ব রুশিয়ান নির্বাহী কমিটি উক্তরুপ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এবং

সেকশন-২৫ মতে শহরাঞ্চলের ২৫,০০০ ভোটারের ১জন প্রতিনিধি এবং গ্রামাঞ্চলের ১২৫,০০০ ভোটারের ১জন প্রতিনিধি নিয়ে সর্ব রুশিয়ান কংগ্রেস গঠিত হবে; এবং সেকশন ২৬ মতে- সর্ব রুশীয় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক বছরে দুইবার সর্ব রুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেস অধিবেশন আহুত হবে; এবং সেকশন ২৮ মতে- সর্ব রুশীয় কংগ্রেস ২০০ সদস্য বিশিষ্ট সর্বরুশীয় কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করবে; এবং সেকশন ২৯ মতে- নির্বাহী কমিটি সর্ব রুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের নিকট দায়বদ্ধ।

সেকশন-৩৫ অনুয়ায়ী রুশ সমাজতান্ত্রিক ফেডারেট সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার গঠন করবে সর্বরুশীয় নির্বাহী কমিটি ।
সেকশন ৩৯, ৪০ ও ৪১ মতে- কাউন্সিল অব পিপলস কমিশারের প্রদত্ত সকল আদেশ ও প্রস্তাব সর্বরুশীয় নির্বাহী কমিটির নিকট যতদ্রুত সম্ভব উপস্থাপন করা, এবং কমিশারের সকল আদেশ বা প্রস্তাব বাতিল বা স্থগিত করার অধিকার যেমন সর্ব রুশীয় নির্বাহী কমিটির আছে তেমন কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে আদেশ বা প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্বে সর্বরুশীয় নির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য তা প্রেরণ ও চূড়ান্ত অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামুলক। এবং

সেকশন-৪৬ ও ৪৭ মতে-কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার সমগ্রভাবে সর্ব রুশীয় নির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ। এবং

সেকশন-৪৯ অনুয়ায়ী সর্ব রুশীয় নির্বাহী কমিটি ও সোভিয়েত কংগ্রেসের ক্ষমতা-এখতিয়ার হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সংবিধানের অনুমোদন ও সংশোধন; বৈদেশিক নীতির সাধারণ নির্দেশনা; রুশ সাধারণতন্ত্রের সীমানা হ্রাস-বৃদ্ধি; আন্ত:সীমানা নির্দিষ্ট বা তদসংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি; রুশিয়ান ফেডারেশনে নতুন সদস্য গ্রহণ ও অনুমোদন; আঞ্চলিক ইউনিয়ন সমুহের অনুমোদন; মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপের একক পরিবর্তন ও

নির্দিষ্টকরণ; বৈদেশিক সম্পর্ক, শান্তি চুক্তি ও যুদ্ধ ঘোষণা; ঋণ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক চুক্তি সম্পাদন;জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার উন্নয়ন ভিত্তি নির্ধারণ; বাজেট অনুমোদন; কর-ডিউটি নির্ধারণ; সেনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা; দেওয়ানী কার্যবিধি ও দন্ডবিধি সমেত রাষ্ট্রিয় আইন এবং বিচারিক সংগঠন ও কার্যবিধি; কাউন্সিল অব পিপলস কমিশারের সদস্যগণের অপসারণ ও নিয়োগ; নাগরিকত্ব বাতিল ও প্রদান; এবং ব্যক্তিগত বা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা। এবং

সেকশন ৬৪ মতে-কতিপয় শর্তসাপেক্ষ সৈনিক সহ সকল নাগরিকের ভোট দান ও ভোটে প্রার্থী হওয়ার অধিকার স্বীকৃত এবং সেকশন-৫৩ হতে ৬৩ পর্যন্ত স্থানীয় সোভিয়েত সহ সকল সোভিয়েত গঠিত হওয়ার বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে বিধায় সর্বরুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেস ও সর্ব রুশীয় নির্বাহী কমিটি সেমতো গঠিত হওয়ায়ই বিধেয়।

অত:পর, উপরোক্ত সেকশন সমূহের সম্মিলিত পাঠের নির্গলিতার্থ হচ্ছে- রাশিয়ার সীমান্ত পরিবর্তন হতে সংবিধান সংশোধন বা কাউন্সিল অব পাবলিক কমিশার অর্থাৎ মন্ত্রী মন্ডলীর সিদ্ধান্ত খারিজ ও অনুমোদন সমেত খোদ মন্ত্রী বা মন্ত্রী পরিষদের নিয়োগ-অপসারণ সবই করবে কার্যত ও প্রকৃতার্থে ২০০ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি। কারণ-সর্ব রুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেস বছরে দুইবার মাত্র অধিবেশনে মিলিত হবে বিধায় সমগ্র বছর ও ধারাবাহিকভাবে উল্লেখিত বিষয়াদি সম্পাদন ও সম্পন্নকরণে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিই একমাত্র সংগঠন।

অথচ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান/সচিব ইত্যকার কোন পদ-পদবী লেনিনের অত্র সংবিধানে বর্ণিত নাই। অত:পর, কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহবান বা সভার কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সমন্বয় সাধন কে কি ভাবে এবং কোন এখতিয়ার- ক্ষমতায় সম্পন্ন করবে অথবা, কেন্দ্রীয় কমিটি যে সর্ব রুশীয় সোভিয়েতের কংগ্রেস আহবান করবে তাও বা কার সহি-সাক্ষরে আহুত হবে? কেন্দ্রীয় কমিটির ২০০ সদস্যতো আর প্রতিদিন একই অফিসে হাজির থাকবে না যে, তাঁরা পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা করে সকলের সহি-সাক্ষরে সকল বিষয়ে সকল মতামত বা সিদ্ধান্ত জানাবে বা কংগ্রেসের অধিবেশণ আহবান করবে এবং তদ্রুপ করতে হলেও সে বিষয়টি সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকবে নিশ্চয়ই, তাও কিন্তু লিপিবদ্ধ নাই। সুতরাং তদমর্মে লেনিনের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় - কে কার খালু ?

লেনিনের চিন্তা প্রসূত উল্লেখিত সংবিধানের নীতি চতুষ্টয়ের অন্যতম হচ্ছে- জনগণের সমতা ও সার্বভৌমত্ব। কিন্তু কিভাবে সেই সমতা নিশ্চিত হবে তা যেমন বর্ণিত সেকশনগুচ্ছে নাই তেমন জনগণের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতকরণে তথা জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি প্রকাশে বুর্জোয়া ঢংয়ের বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদলে সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিধি-ব্যবস্থাও নাই। তবে, সর্ব রুশীয় সোভিয়েতের বিশেষ

কংগ্রেসে ২৫ নভেম্বর,১৯৩৬ সালে ষ্ট্যালিন তাঁর "On the draft constitution of the U.S.S.R" শিরোনামযুক্ত ভাষণে উল্লেখ করেন-

" the Constitution Commission, whose draft has been submitted for consideration to the present congress, was formed, as you know, by special decision of the Seventh Congress of Soviets of the U.S.S.R. This decision was adopted on February 6,1935. It reads:

"1) To amend the Constitution of the Union of Soviet Socialist Republics in the direction of:

"a) further democratizing the electoral system by replacing not entirely equal suffrage by equal suffrage, indirect elections by direct elections, and the open ballot by the secret ballot;"

অর্থাৎ নির্বাচনী ব্যবস্থার আরো অধিকতর গণতান্ত্রিকায়ন সাধনে সংবিধানের সংশোধনীর জন্য গঠিত হয়েছে ষ্ট্যালিনের সংবিধান কমিশন যাতে সংশোধিত সংবিধানে সরাসরি ভোটের পরিবর্তে গোপন ব্যালটে পরোক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করার বিহীতাদি করা যায়। অত:পর, সোভিয়েত সমুহ নির্বাচনের যে বিধি-ব্যবস্থা লেনিনের সংবিধানে বর্ণিত আছে তা কেবলমাত্র প্রথাগত ও নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ভোটারগণের হাত তোলা তোলির মাধ্যমে মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা মাত্র। তাও আবার অত্র সংবিধানের সেকশন ২৫ অনুয়ায়ী সর্ব রুশীয় ও প্রাদেশিক সোভিয়েতের প্রত্যেক স্থরে যথাক্রমে শহরের ২৫,০০০ এবং গ্রামাঞ্চলের ১২৫,০০০ ভোটারের জন্য একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা অর্থাৎ শহরাঞ্চলের ৫ জনের অনুপাতে গ্রামাঞ্চলের ১ জন নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কিন্তু সোভিয়েতের কংগ্রেসে উপস্থিত সদস্যগণের কতাংশ ভোটে বা মতামতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা যেমন বলা হয়নি তেমন গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিগণ শহরের প্রতিনিধিগণের সমান না কি পাঁচভাগের একভাগ ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ভোগ করবেন তাও বলা হয়নি। তবে, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে গ্রাম-শহরের বৈষম্য নিরসনে রাষ্ট্রীক নীতি বর্ণিত আছে । অথচ কেবলমাত্র সোভিয়েতের প্রতিনিধির ক্ষেত্রেই যখন এমনতরো বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে তখন জনগণের সমতা বিধানের নীতি অত্র সংবিধানে আদৌ কার্যকর হয়েছে কি? নাকি গ্রামবাসী ও শহরবাসীর রাজনৈতিক ক্ষমতার গুরুতর বৈষম্য ও বৈরীতা সৃষ্টি করা হয়েছে ? অথবা, গন্ডমুর্খ গ্রাম্য চাষা-ভূষাদের ৫ জন সমান ১ জন শহরবাসী গণ্য হওয়ার এটিও একটি কারণ যে, ভূমি ডিক্রির মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে চাষ-বাসের জন্য জমি প্রদান করা সত্ত্বেও গ্রাম্য চাষীরা লেনিন মহোদয়ের প্রদেয় ভূমির ঘুষ-বকশিশে সন্তুষ্ট হয়নি বলেই সংবিধান সভার নির্বাচনে লেনিনকে তাঁরা ভোট দেয় নাই বলেই ঘুষখোর গ্রাম্য চাষীদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হতে দুরে রাখা হয়েছে । উল্লেখ্য-সেলামি দেওয়া লেনিন সাহেবের অন্যতম নীতি।

Marxists Internet Archive www.marxists.org এ প্রাপ্ত Soviet Union Information Bureau কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য মতে- ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৯২% ভূমি ও ৭৫% জনসংখ্যা ছিল রাশিয়ায়; এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৭ সালে মোট জনসংখ্যা-১৪৯,৯০০,০০০; কৃষি শ্রমিক-৬০,৬৯৬,০০০ এবং শিল্প শ্রমিক- ৫,২২১,০০০, অন্যান্যসহ সর্বমোট -৭৫,৩৯৪,০০০ জন শ্রমিক, এবং ১৯২৮ সালে রেজিষ্ট্রার্ড বেকার-১,৩৫২,৮০০। ষ্ট্যালিনের বক্তব্য সহ অন্যান্য সুত্রমতে- সেনাবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা-১২,৫০০,০০০ এবং চেকার সদস্য -২২৫,০০০; এবং আমলাচক্র সমেত সরকারী কর্মচারীর নির্দিষ্ট সংখ্যা সরকারী নথিপত্রে উল্লেখিত না হলেও ১০ লাখের নীচে নয় বলে অনুমান করা যেতে পারে। তাছাড়া-১৯২৪ সালের অবস্থা সম্পকে খষড়া সংবিধান সম্পর্কিত পুর্বোক্ত ভাষণে ষ্ট্যালিন নিজেই উল্লেখ করেছে :

“That was the first period of NEP, when the Soviet power permitted a certain revival of capitalism while taking all measures to develop socialism, when it calculated on securing, in the course of competition between the two systems of economy, the capitalist system and the socialist system, the preponderance of the socialist system over the capitalist system. The task was to consolidate the position of socialism in the course of this competition, to achieve the elimination of the capitalist elements, and to consummate the victory of the socialist system as the fundamental system of the national economy.

Our industry, particularly heavy industry, presented an unenviable picture at that time. True, it was being gradually restored, but it had not yet raised its output to anywhere near the pre-war level. It was based on the old, backward, and insufficient technique. Of course, it was developing in the direction of socialism. The socialist sector of our industry at that time accounted for about 80 per cent of the whole. But the capitalist sector still controlled no less than 20 per cent of industry.

Our agriculture presented a still more unsightly picture. True, the landlord class had already been eliminated, but, on the other hand, the agricultural capitalist class, the kulak class, still represented a fairly considerable force. On the whole agriculture at that time resembled a boundless ocean of small individual peasant farms with backward, mediaeval technical equipment. In this ocean there existed, in the form of isolated small dots and islets, collective farms and state farms which, strictly speaking, were not yet of any considerable significance in our national economy. The collective farms and state farms were weak, while the kulak was still strong. At that time we spoke not of eliminating the kulaks, but of restricting them.

The same must be said about our country's trade turnover. The socialist sector in trade turnover represented some 50-60 per cent, not more, while all the rest of the field was occupied by merchants, profiteers, and other private traders. Such was the picture of our economy in 1924."

www.marx2mao.com/Stalin/SC36.html.

অর্থাৎ ১৯২৪ সালে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৪০-৫০% এবং লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের প্রায় ২০ বছর পর ১৯৩৬ সালেও শিল্প সেক্টরের ২০% ছিল মুনাফাখোর প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের দখলে-কব্জায় ও নিয়ন্ত্রণে। আর কৃষি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ -মধ্যযুগীয় ও অপর্যাপ্ত কৃষি উপকরণ সমেত বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত তবে বিন্দু বিন্দু বৎ চাষীর সমন্বয়ে গঠিত এক সীমাহীন সমুদ্রই ছিল রাশিয়ার জনবসতির চিত্র।

এবং ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে লিখিত ও নভেম্বরে মুদ্রিত " বলশেভিকরা কি রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ?" পুস্তকে খোদ লেনিন লিখেছেন- " ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ার প্রশাসন চালায় ১,৩০,০০০ জমিদার, চালায় ১৫ কোটি লোকের উপর অপরিসীম জবরদস্তি মারফত, তাদের সীমাহীন লঙ্ঘনা মারফত, বিপুল সংখ্যাধিক্যকে কয়েদখাটা মেহনত ও অর্ধানশনে বাধ্য করে। আর বলশেভিক পার্টির ২,৪০,০০০ সভ্য নাকি রাশিয়াকে চালাতে পারবে না, -- "

অর্থাৎ জারের অত্যাচারী জমিদারের চেয়ে ১১০,০০০ বেশী জবরদখলকারী লেলিনবাদী ব্রাহ্মণ আরো অধিক পরিমান জবরদস্তিতে সক্ষম বিধায় বলশেভিকরা রুশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে রাখতে পারবেন বলেই লেনিন সাহেব কনফিডেন্ট। তবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জবর দখলকারী বলশেভিক পার্টি সদস্য সংখ্যা যে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষমতার কারণেই দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার হিসাব নয় , বরং তাঁরা যে একটা বিশেষ গোষ্ঠীও নয় একদম শ্রেণী হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণাসমেত সাক্ষ্য দিচ্ছেন খোদ ষ্ট্যালিন, তাঁরই পূর্বোক্ত বক্তব্যে যা এই:

"In conformity with these changes in the economy of the U.S.S.R., the *class structure* of our society has also changed.

The landlord class, as you know, had already been eliminated as a result of the victorious conclusion of the Civil War. As for the other exploiting classes, they have shared the fate of the landlord class. The capitalist class in the sphere of industry has ceased to exist. The kulak class in the sphere of agriculture has ceased to exist. And the merchants and profiteers in the sphere of trade have ceased to exist. Thus all the exploiting classes have now been eliminated.

There remains the working class.

There remains the peasant class.

There remains the intelligentsia."

অত:পর, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণে শ্রেণী বিলুপ্তি নয়, বরং রাশিয়ায় লেনিনীয় সমাজতন্ত্র ষ্ট্যালিন বর্ণিত উপরোক্ত ৩টি বিশেষত ভারতীয় মনুর ব্রাহ্মণ্যগোত্রও জন্ম দিয়েছিল। তাছাড়া, লেনিনীয় ব্রাহ্মণদের আধিপত্যে নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েত রেড গার্ডের সোয়া কোটি অস্ত্রধারী ব্যক্তি যারা অনুচ্ছেদ-১,সেকশন-১ মতে রাষ্ট্রিক অধিপতি গণ্য হলেও কার্যত রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব ভোগী লেনিনবাদী সেনাকর্তা বা প্রতিনিধি ব্যতীত সেনাবাহিনীর অপরাপর সাধারণ সদস্যগণকে কেবলই লেনিনবাদীদের ভাড়াটিয়া গুন্ডা হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং লেনিনবাদী সেনা কর্তা যারা লেনিনের ক্ষমতা দখলে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাদের বা তাঁদেরই অনুগামীদের কর্তৃত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন কেবলমাত্র উল্লেখিত সংখ্যক স্বশস্ত্র ব্যক্তির উপস্থিতিতে লেনিনের চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী বা লেনিনের হুকুম-নির্দেশ পালনে অনীহা-অনিচ্ছা প্রকাশ করবে বা লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত গোলাম জাতীয় ব্যক্তি নয় এমন কাউকে সোভিয়েতের ডেপুটি নির্বাচনে প্রকাশ্যে সমর্থন জানানোর মতো উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ নিরস্ত্র ভোটারগণের প্রকৃতই ছিল না।

উপর্যপুরি,খোদ সোভিয়েত রাষ্ট্রই যেখানে শ্রমের ক্রেতা, ব্যবসা বাণিজ্যের মনোপলি হোল্ডার এবং কেবল সাধারণ মানুষ নয়, এমনকি লেনিনের কেবিনেট সদস্য বা সহযোগী ব্যক্তিরও জীবন-মরণের কর্তৃত্ব সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন একমাত্র দল - তাও আবার উল্লেখিত সংখ্যক সেনা সদস্যসহ রাষ্ট্র রক্ষক চেকার মতো বিশেষ খুনি বাহিনীর বিরাগভাজন হয়ে জীবিকা ও জীবন হারানোর অসংখ্য নজির থাকার কারণেই- কেবলমাত্র কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে তথা ইয়েস স্যার মার্কা প্রতিনিধি নির্বাচনে নিজ মন মতো ভোট দিয়ে বা প্রার্থী হয়ে জীবন ও জীবিকা হারাতে বা শ্রমশীবিরে যেতে চাইবে না বলেই রাশিয়ার সাধারণ ভোটার বিশেষত কৃষি অর্থনীতির মহা সমুদ্রের বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত দ্বীপ তূল্য অনাধুনিক চাষীরা নিতান্তই জীবন ও জীবিকা রক্ষার তাগিদে ষ্ট্যালিনের বুদ্ধিজীবী তথা লেনিনের পার্টির সদস্য বা সমাজের ব্রাহ্মণ্যগোত্রের বিপক্ষে যাওয়ার কোন প্রকার ঝুঁকি নেওয়ার উপযুক্ত কারণ নাই হেতু এমনকি স্থানীয় সোভিয়েতের নির্বাচনেও লেনিনীয় ব্রাহ্মণদের হুকুম-নির্দেশ বা ঈশারা-ইংগিতমতোই তথাকথিত ভোটাভোটিতে অংশ নিতে বা তদ্রুপ অংশগ্রহণে বাধ্য ছিল ভোটারগণ । অস্ত্রধারী এবং অস্ত্রধারীবেষ্টিত লেনিনবাদী ব্রাহ্মণদের দয়া-দাক্ষিণ্যে বাঁচার আকুতিতেই বেকারগণের অবস্থাতো আরো সংগীন ছিল।

আরো উল্লেখ্য- অস্ত্রধারী ব্যক্তি ও নিরস্ত্র ব্যক্তির মধ্যে যেমন সমতা সৃষ্টি হয় না তেমন রাষ্ট্রিয় বিশেষত সমাজের সর্বক্ষেত্রে মনোপলি সম্পন্ন উল্লেখিতরূপ রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ও সেই রাষ্ট্রের অধীনস্ত বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাহীন ব্যক্তির মধ্যে সমতা অর্জন যে, সম্ভব নয় তাতো নিশ্চিত করেছেন খোদ ষ্ট্যালিন তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য ও তথ্য বিশেষত লেনিনীয় ব্রাহ্মণ্যগোত্রের রাজনৈতিক স্বীকৃতি দ্বারাই। আর নির্বাচিত সংবিধান সভা বাতিল করার মাধ্যমেই লেনিন নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করেছিলেন কে সার্বভৌম-সোভিয়েতের জনগণ না কি, 'গণত্রাতা' লেনিন?

অত:পর, ষ্ট্যালিন কর্তৃক পরিত্যাক্ত লেনিনীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় সর্ব রুশীয় সোভিয়েতের কংগ্রেসেও উপস্থিত ডেপুটিগণ যে, দলীয় ও রাষ্ট্রীক ক্ষমতাধর কর্তাব্যক্তিগণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো তাওতো প্রমাণ করে ষ্ট্যালিনের উপরোল্লেখিত ভাষণ দানের জন্য মঞ্চে প্রবেশ করামাত্র এবং ভাষণ সমাপনান্তে উপস্থিত সকলে দীর্ঘ সময়কাল ব্যাপী যা করেছিল তা এই:

"Comrade Stalin's appearance on the rostrum is greeted by all present with loud and prolonged cheers. All rise. Shouts from all parts of the hall : "Hurrah for Comrade Stalin!" "Long live Comrade Stalin!" "Long live the Great Stalin!" "Hurrah for the great genius, Comrade Stalin!" "*Vivat!*" "*Rot Front!*" "Glory to Comrade Stalin!" and

"(Thunderous ovation. All rise. A thunderous "Hurrah!" Shouts from all parts of the hall: "Long live Comrade Stalin!" All stand and sing the "Internationale," after which the ovation is resumed. Shouts of "Hurrah!" and "Long live our leader, Comrade Stalin!")" ---

www.marx2mao.com/Stalin/SC36.html.

এবং ভাষণ চলাকালে মোট ৩৬ বার অনুরূপ জয়ধ্বণি দিয়েছিল ভয়কাতর ও প্রতিহিংসাকাতর ষ্ট্যালিনীয় ব্রাহ্মণরা, যারা পরবর্তীতে ষ্ট্যালিনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে বা পার্সোনাল কাল্টিজমের দায়ে ষ্ট্যালিনের মূর্তি ভেংগেছে ও তাঁর মমি কবরস্ত করেছে । কাজেই উপরোক্ত কংগ্রেসে ষ্ট্যালিনই যে, একমাত্র এবং একক ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর বক্তব্যই যে, শেষ কথা তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এবং ষ্ট্যালিন যা যা চেয়েছেন সেই ভাবেই যে, ১৯৩৬ সালের সংবিধান রচিত-গৃহীত হয়েছে তদমর্মে উক্ত ভাষণ ও সংবিধানখানিই সর্বাধিক উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত এবং গ্রাহ্য প্রামাণ্যপত্র। যদিচ, উক্ত ভাষণদানকালীন ষ্ট্যালিন সরাসরি রাষ্ট্রীক কোন পদ-পদবী নয় কেবলই পার্টির সেক্রেটারী অর্থাৎ লেনিনের ব্রাহ্মণ্যগোত্রের মুখ্য মোড়ল এবং তাঁর অনুমোদন-হুকুমেই সব হত্যাকান্ড সংগঠিত করতো হিংস্র-বর্বর ও জঘন্যতম খুনীবাহিনী "চেকা" । কাজেই, খোদ লেনিন কি ষ্ট্যালিনের তুলনায় কম ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁর উপস্থিতিতে তাঁরই ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিরুদ্ধে-বিপক্ষে প্রকাশ্যে কাউকে সমর্থন জানাতে পারতো কংগ্রেসের ডেপুটিগণ?

অত:পর, সোভিয়েতের সকল কাজের কাজী অত্র সংবিধানমূলে ২০০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি হলেও কার্যত সকল ক্ষমতা যে, রুশ রিপাবলিকের চেয়ারম্যান অব দ্যা পিপলস কমিশারস কাউন্সিল অর্থাৎ কেন্দ্রীকতাবাদী লেনিনের হস্তেই ছিল তাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই বা তদ্রুপ সন্দেহ করার সুযোগও থাকতে পারে না। তবে, অন্তো মহা ক্ষমতাধর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কার সহি স্বাক্ষরে অধিবেশনে মিলিত হতো অর্থাৎ নোটিশ ইস্যুকারী কর্তৃত্ব কে অথবা কি কি যোগ্যতায় বা অযোগ্যতায় তিনি উক্তরূপ পদ-

পদবীতে নিয়োগ-বহাল বা নিয়োগে অনুপযুক্ত ও দায়-দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতায় অপসারিত বা দন্ডনীয় হতে পারেন বা অনুরূপ ক্ষমতাধর ব্যক্তির ক্ষমতা-এখতিয়ার ইত্যকার বিষয়াদি লেনিনের সংবিধানে বর্ণিত নাই।

কিন্তু, তাই বলে কি অনুরূপ ক্ষমতা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহবান, অনুষ্ঠান ও সমাপ্তি বা সভায় সভাপতিত্ব বা সভার সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব সমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অফিসিয়ালি অবহিতকরণ বা মন্ত্রী মন্ডলীর সদস্যকে বা সরকারী গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত অপর কাউকে নিয়োগ-অপসারণ ইত্যকার যাবতীয় দৈনিন্দিন আবশ্যকীয় সরকারী দলিল-দস্তাবেজ বা সরকারের জারীকৃত ডিক্রি ইত্যাদিতে কেউ কি সহি -সম্পাদন করতেন না? অনুরূপ সহি-স্বাক্ষর ছাড়া লেনিনের রাষ্ট্র সচল থাকতো কি ভাবে, না কি সহি-স্বাক্ষর করা হতো না ? যুক্তরাষ্ট্র বা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিগণ উপরোল্লেখিত রাষ্ট্রিক বিষয়ে ক্ষমতাবান এবং কর্তৃত্ববান বটে সাংবিধানিক জবাবদীহিতা ও দায়বদ্ধতার শর্তে ও সংবিধানমূলে। কিন্তু লেনিনের রাশিয়ায় অনুরূপ কোন কর্তৃত্ব অত্র সংবিধান দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি। তবে, অত্র সংবিধান সহ রাশিয়ার সরকারী ডিক্রি সমুহে মহামতি লেনিন যে, সহি স্বাক্ষর করতেন তাতো লেনিন কর্তৃক জারীকৃত ডিক্রি সমূহ সহ অত্র সংবিধানের ১ম পাতায়- " চেয়ারম্যান অব দ্যা রুশিয়ান পিপলস কমিশার " হিসাবে মুদ্রিত ভ.ই. লেনিনের নাম দ্বারাই প্রমাণিত।

উল্লেখ্য, কেরনস্কি সরকারকে বিতাড়িত করে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করার পর সর্ব রুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে ট্রটস্কির প্রস্তাব ও সভাপতিত্বে অনুমোদিত রাশিয়ার সরকার সম্পর্কিত ডিক্রি অনুয়ায়ী মান্যবর লেনিন উক্ত 'চেয়ারম্যান' শীপের পদটি গ্রহণ করেন এবং আমৃত্য তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। অথচ, খোদ লেনিনের - " চেয়ারম্যান অব দ্যা রুশিয়ান পিপলস কমিশার " পদ-পদবীটি অত্র সংবিধানে ঠাঁই পায়নি। সংবিধানে বর্ণিত নাই অথচ লেনিন অত্র পদটি দখল রেখেছেন এবং সেমতো সকল রাষ্ট্রিক ও সরকারী কর্ম সম্পাদন বা তদমর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান বা তদানুরূপ সহি-স্বাক্ষর সম্পাদন করেছেন,কিন্তু কোন্ এখতিয়ার- ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বলে? অথবা, সংবিধানমূলে গঠিত কোন রাষ্ট্র বিশেষে বা সংবিধান জারী ও বহাল থাকাবস্থায় কারো পক্ষে এমন ভূতুড়ে কান্ড করার সুযোগ থাকে কি? অত:পর, লেনিনের সংবিধানখানি লেনিনের অসাংবিধানিক কর্তৃত্বে বলবত-বহাল ছিল না কি ,তা বহাল-কার্যকর থাকার সুযোগ ছিল?

অথচ,রুশ সাম্রাজ্যের ১৯০৬ সালের সংবিধানের ১ম চ্যাপ্টার, অনুচ্ছেদ-৪ হতে অনুচ্ছেদ-২৬ পর্যন্ত রুশের "সুপ্রিম অটোক্রাট" সম্রাটের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে এবং অনুরূপ সুস্পষ্ট না হলেও সম্রাট হাম্মুরাবীও তাঁর কোডের ভূমিকায় তাঁকে 'ফোর কোয়ার্টার ওয়ার্ল্ড বিজয়ের 'হেতুবাদে স্বয়ং গড কর্তৃক পুরস্কৃত হয়ে "পদোন্নত প্রিন্স" হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

স্মরণযোগ্য- মানুষ কর্তৃক মানুষকে দাস বানানোর নিমিত্তে রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথমে মিশরে ও পরবর্তীতে অপরাপর জনপদে। কিন্তু দাসতন্ত্রকে স্থায়ীকরণের নিমিত্তে লিখিত আইন বা বিধি প্রথম জারী করেছিলেন ব্যাবিলনের সম্রাট হাম্মুরাবী খ্রীষ্টপুর্ব-১৭৬০ সালে। ডিজিট-থারটিন আন লাকি নাম্বার বলে ১৩ নং ধারা বর্ণিত হয়নি হেতু হাম্মুরাবীর ২৮২ ধারায় লিখিত ২৮১ ধারার কোর্ডটি শুরুই করা হয়েছে মৃত্যুদন্ড দিয়ে। ছাগল চুরি হতে যে কোন ধরণের চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা, ফেরেববাজি, প্রতারণা, ফাঁকিবাজি, চালাকি, লুট-পাট, অগ্নি সংযোগ, ব্যাভিচার, মিথ্যা অভিযোগ ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ইত্যকার বহুবিদ কারণেই আগুনে পুড়িয়ে, পানিতে ডুবিয়ে, গর্তে চাপা দেওয়া সহ নানান উপায়ের মৃত্যুদন্ডের বিধান বর্ণিত আছে হাম্মুরাবীর দন্ডবিধিতে। যদিও এটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠনকারী কোন দলিল বা সংবিধান নয়, তবু রাজনীতির ইতিহাসে এটিই প্রথম রাজনৈতিক বিধি-বিধান।

সম্রাট হাম্মুরারী তাঁর বিধির ১৫ ধারায় পলাতক দাস-দাসীর মৃত্যুদন্ড প্রদান এবং ১৬ ধারায়-পলাতক দাস-দাসীকে বে-আইনীভাবে আশ্রয়দান, ১৯ ধারায়- কারো বাড়ীতে পলাতক দাস-দাসীকে পাওয়া গেলে উভয় ধারায়ই গৃহকর্তাকে মৃত্যুদন্ডের বিধান দিয়েছেন; এবং ২৬ ধারায় রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকৃতিতে মৃত্যুদন্ড সমেত পলাতক দাস-দাসীকে মালিকের নিকট ফেরৎ প্রদানের ঈনাম স্বরূপ ২ রৌপ্যমুদ্রা নির্দিষ্ট করেছেন। অত:পর, পালিয়ে গিয়ে দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্ত হতে চাইলেই যেমন মৃত্যুদন্ডের বিধান তেমন পলাতক দাসকে ফেরত দিয়ে পুরস্কার গ্রহণ না করাও মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ গণ্যে - মাত্র দুই রৌপ্যমুদ্রার সমান একজন দাস বা একজন মুক্ত মানুষের জীবন মান নির্ধারণ অর্থাৎ ধারা-১৭ মতে দুই রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে যদি পলাতক দাসকে ফেরৎ প্রদান না করা হয় তবে ১৯ ধারা মতে গৃহকর্তার মৃত্যুদন্ডের বিধান জারী করার মাধ্যমে দাসত্বের স্বপক্ষে বা দাসত্বকে চিরস্থায়ীকরণে যে বিধান জারী করেছেন তন্মধ্যে কেবলমাত্র উল্লেখিত ধারা-১৬, ধারা-১৭ ও ধারা-১৯ এর জন্যই সম্রাট হাম্মুরাবীকে সাংবিধানিক ইতিহাসের প্রথম আইনানুগ বর্বর হিসাবে চিহ্নিত করা বে-আইনী বা অযৌক্তিক নয়।

কিন্তু, মি: লেনিন,সম্রাট হাম্মুরাবীর মতোও ঈশ্বর প্রদত্ত পুরস্কার স্বরূপ পদোন্নত প্রিন্স বা রুশের জারের ঈশ্বরের ক্ষমতায় উত্তরাধিকার সূত্রে ডিভাইন রাইট হোল্ডার বা আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মতো সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অর্পিত ক্ষমতাবলে রুশ রাষ্ট্রের কোন পদ-পদবী লাভ করেননি। তাছাড়া তাঁরই 'অভ্যুত্থান' ও 'সংবিধান সভা' সংক্রান্ত ফতোয়ানুযায়ী তিনি নিজেই অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী এবং অবৈধ দখলমুলে তিনি নিজেই অবৈধ পদাধিকারী বলেই তাঁরই নীতি ও নির্দেশনায় প্রণীত অত্র সংবিধানে তাঁর দখলাধীন পদটির উল্লেখ না করেই বা তদ্রুপ পদ- পদবী না লিখেই কেবলই " রুশি মার্কসবাদী " লেনিন কার্ল মার্কসের নাম ভাংগিয়ে বস্তুত মার্কসের সাথে প্রতারণা-জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বীয় দখলাধীন পদটিতে আমৃত্যু অধিষ্ঠিত থেকে "মহামতি লেনিন" জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল ক্ষমতার

কল-কাঠি নেড়েছেন বা হুকুম নির্দেশ দিয়েছেন কেবল অবৈধভাবেই নয় যুগপৎ তাঁরই সংবিধানমূলেই অসাংবিধানিকভাবেও ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার বিষয়ক সরকারী নথিপত্রে " চেয়ারম্যান অব দ্যা পিপলস কমিশনার" ভ.ই,লেনিন- ৮.১১.১৯১৭ হতে ২১.০১.১৯২৪ পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর আলেক্সী রাইকভ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। আবিস্কারক লেনিনের বহু আবিস্কার নিয়ে কৃর্তিমান ষ্ট্যালিন বহু ফিরিস্তি দিলেও সংবিধানে অনুপস্থিত বা অনুল্লেখিত পদ যা সৃষ্টি হয়েছে রুশ বলশেভিক নামীয় কতিপয় ব্যক্তির এক ষড়যন্ত ও চক্রান্তমূলক সভায় এবং যে পদটিতে খোদ লেনিন অধিষ্ঠিত থেকেই উক্ত অবৈধ পদটির বৈধতা ও গ্রাহ্যতার জন্য স্বয়ং লেনিন সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জনগণ কর্তৃক চরমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে চিরকালীন গণবিরোধী বেহায়ার মতোই জনগণ কর্তৃক অনানুমোদিত সেই চেয়ারম্যান অব দ্যা পিপলস কমিশার-পদটিতে অধিষ্ঠিত থাকলেন এবং তাঁর অত্র আলোচিত সংবিধান জারী ও বহাল করার পরও কোন প্রকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি-বৈধতা ছাড়াই সোভিয়েতের সর্বাধিক ক্ষমতা-কর্তৃত্বের "চেয়ারম্যান" পদটিতে নিজ গুণে বহাল ছিলেন যা- পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কখনো ঘটেনি এবং স্বয়ং ষ্টালিনরা ১৯২৪ ও ১৯৩৬ সালে সংবিধানে যথাক্রমে অনুচ্ছেদ-৩৭ এবং অনুচ্ছেদ-৭০ দ্বারা অনুরূপ পদ-পদবী সৃষ্টি করেছিলেন বলে এটিও প্রতীয়মান ও প্রমাণিত যে লেনিনের চেলারাও মহামতি লেনিনের অনুরূপ বে-আইনী পদে অধিষ্ঠান কবুল করেনি; তৎশর্তেও নজিরবিহীন এমন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ যিনি উক্তপদে অধিষ্ঠান থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ২০০ সদস্যের আবরণে কার্যত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ-বাতিল বা রদ-রহিত করতেন তেমন লেনিনের- গণসমতা ও জনসার্বভৌমত্বের এমন উৎকট আবিস্কার সম্পর্কে বেমালুম চেপে গেলেন বা তদমর্মে কোন বয়ানই মান্যবর ষ্ট্যালিন সাহেব বা লেনিনবাদীরা আজো দেননি। কিন্তু কেন?

(গ) বায়ু তরংগ বা ইথার ব্যবহার করে ইলেক্ট্রিক মিডিয়া বা মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা যে অজস্র আয় করবেন তা সামান্যতম অনুমান করতে পারলেও " সম্পদ সীমিত" তত্ত্ব বানাতে অপচেষ্টা করতেন না স্বার্থান্ধ-সুবিধাবাদী অর্থনীতিবিদরা । অথবা, জনসংখ্যা বাড়লে অভাব বাড়ে বলে দুর্ভিক্ষ-মহামারিতে প্রাকৃতিক নিয়মেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় রূপ জনসংখ্যা বিষয়ক ভুয়া-বানোয়াটি তত্ত্ব বিশেষ চুরি করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তা জাহির করতেন না জাদরেল তত্ত্বকার অনৈতিক যাজক ম্যালথাস মহোদয়। অনুরূপ লেনিন সাহেব মার্কসদের উদ্ঘাটিত তত্ত্ব-তথ্য নয়, কেবলমাত্র বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান মনষ্ক মানুষজনের ভূমিকা মনে রাখলেও অত্র সংবিধানের ১৮ নং সেকশনে তাঁর রাষ্ট্রের মটো হিসাবে লিখতে পারতেন না যে, - "The Russian Socialist Federated Soviet Republic considers work the duty of every citizen of the Republic, and proclaims as its motto: 'He shall not eat who does not work.'"
অর্থাৎ যে কাজ করবে না সে খাবে না। অত:পর, লেনিন সাহেব ধরে নিয়েছেন সমাজতন্ত্রেও খাওয়াই মানুষের প্রথম ও প্রধান চাহিদা এবং খাবার লোভেই ও শর্তেই সকলেই তাঁর সমাজতান্ত্রিক হুকুম নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য হবে অন্যথায় না খেয়ে মৃত্যু।

অথচ, মার্কস পুঁজি গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ সহ জানিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ অতি উৎপাদন সংকট ও সমস্যায় নিপতিত হয়েছে বলেই প্রচুর পরিমান মজুদ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্রই পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য ও শর্ত হেতু অতি উৎপাদনের আধিক্যে-ভারে ও চাপেই যেমন পুঁজিবাদী সমাজ বিলীন হবে তেমন দারিদ্র দুরীকরণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশ-বিলোপই অনিবার্য শর্ত যুগপৎ সমাজতন্ত্রেরও। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিই সক্ষম ও উপযুক্ত বিধায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ই খাদ্যতো নয়ই এমনকি সম্পদেরও অভাব নাই বরং সম্পদের আধিক্য ও প্রাচুর্যের জন্যই পুঁজিবাদে পুন:পুন মন্দা-সংকট সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিমালিকানার জন্যই তথা কতিপয় ব্যক্তিমালিকের মুনাফার জন্য নৈরাজ্যিক উৎপাদন ও সম্পদের সুষম বন্টন না হওয়ার কারণেই সম্পত্তিবানরাও সম্পত্তি হারিয়ে দ্ররিদ্র হয়, যেমন ২০০৮ সালের অক্টোবর হতে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ৪০০ ধনীব্যক্তির প্রত্যেকেই অনুন্য ৭ বিলিয়ন হতে ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত হারিয়েছে এবং শ্রমজীবী মানুষ নিত্যই অভাব-অনটনে থাকে কেবল নয় এমনকি, শুধুমাত্র অনাহার জনিত কারণে প্রতি বছর গড়ে ৩৬ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করে হেতু পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায়ই পুঁজিবাদ নিজেই নিজের ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয় বলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশকে বঞ্চিত করার মৌল কারণ অর্থাৎ কেবলমাত্র স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রাইভেট ওনারশীপ বাতিল অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ করার মাধ্যমে উৎপাদন উপকরণের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন বা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ-সুবিধা রদ-রহিতকরণের অর্থাৎ কেবলমাত্র সমাজের চাহিদামতো সুপরিকল্পিত উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে বিধায় শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যমুলক ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র- দারিদ্রতা বা হাভাতে অবস্থা নয়, নয় অভাব-অনটনের জীবন বা অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার জীবনও নয় বরং বিপরীতে সকলের প্রাচুর্যময় - সুন্দর এবং শাশ্বত শান্তিপূর্ণ জীবনের গ্যারান্টি।

কমিউনিষ্ট ইস্তাহারেও বর্ণিত আছে-" সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগদখলের অধিকার থেকে কমিউনিজম কোনো লোককে বঞ্চিত করে না; দখল করার মাধ্যমে অপরের শ্রমকে করায়ত্ত করার ক্ষমতা থেকে তাকে বঞ্চিত করে মাত্র।" অর্থাৎ কমিউনিষ্টরা কাউকে না খাইয়ে মারার প্রশ্ন অবান্তর, বিপরীতে কেউ যাতে কাউকে মারতে না পারে বা কেউ কাউকে ঠকাতে ও প্রতারিত করতে না পারে বা স্বসৃষ্ট সম্পদের মালিকানা হতে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে না পারে সেরূপ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সদা-সর্বদা ক্রীয়াশীল বলেই অনুরূপ কর্মতৎপরতায় নিয়োজিতরাই কমিউনিষ্ট। অত:পর, জুচ্চোর মালথাসের শিষ্য হাভাতে লেনিন কে ?

মনুষ্য জীবের খাওয়া না-খাওয়া বিষয়ে লেনিনের অবস্থান সম্পর্কে উত্তরটি পাওয়া যাবে লেনিনের গুরুতূল্য জার্মান ডেমোক্রাট মোড়ল আগষ্ট বেবেলের লিখিত " Society of the Future" নিবন্ধে যা এই: " Socialism agrees with the Bible when it says "if any would not work neither should he eat."
(M.I.A- www. marxists.org)

অত:পর, খাওয়া বা না খাওয়া বিষয়ে রুশী মার্কসবাদী লেনিন যে, জীসুর ভক্ত তাতে সন্দেহ থাকে কি ? দিনপঞ্জীর ক্ষেত্রেও তাই।

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পুস্তকের শেষাংশে ফে. এ্যাংগেলস লিখেছেন- "সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের উপায় দখলের পর অবসান হয় পণ্য-উৎপাদনের এবং যুগপৎ উৎপাদকের আধিপত্যের । সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বদলে আসে ধারাবাহিক নির্দিষ্ট সংগঠন। ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম অন্তর্হিত হয় । একটা বিশেষ অর্থে তখনই সেই প্রথম মানুষ অবশিষ্ট প্রাণী জগত থেকে চূড়ান্তভাবে তফাত হয়ে অস্তিত্বের নিতান্ত পাশবিক পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হয় সত্যকার মানবিক পরিস্থিতিতে। জীবনধারণের যে ক্ষেত্রটা মানুষকে ঘিরে আছে এবং এ যাবৎ তার ওপর আধিপত্য করছে সেই সমগ্র ক্ষেত্রটা এখন মানুষের আধিপত্যে ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে-এই প্রথম মানুষ হয়ে উঠে প্রকৃতির সচেতন প্রভু এই কারণে যে, স্বীয় সমাজ-সংগঠনের প্রভু সে হতে পারল। তারই নিজ সামাজিক ক্রিয়ার যে নিয়ম এতদিন প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অজ্ঞাতসারে তার সম্মুখীন হয়েছে, তার ওপর আধিপত্য করছে, তা এখন ব্যবহৃত হবে পরিপূর্ণ বোধের সংগে, এবং সেই হেতু তার ওপর প্রভুত্ব করবে মানুষ। মানুষেরই নিজ যে সামাজিক সংগঠন এতদিন প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে চাপানো এক আধিপত্যরূপে তার সম্মুখীন হয়েছে, সে সংগঠন এখন হয়ে দাঁড়ায় তারই স্বাধীন কর্মের ফল। যে বর্হিভূত বাস্তব শক্তিগুলো এতদিন ইতিহাসকে শাসন করেছে তা চলে আসে মানুষেরই নিয়ন্ত্রণের অধীনে। শুধু সেই সময় থেকেই ক্রমসচেতনভাবে মানুষই রচনা করবে তার স্বীয় ইতিহাস, কেবল সেই সময় থেকেই মানুষ যে সামাজিক কারণগুলিকে গতিদান করবে সেগুলি প্রধানত এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে তারই বাঞ্ছিত ফল প্রসব করবে। এ হল আবিশ্যিকতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে মানুষের উত্তরণ।"

অর্থাৎ খাওয়া-পরাসহ পশুবৎ জীবন ধারণের পাশবিক অবস্থা মুক্ত তথা ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম অন্তর্হিত হওয়ার ব্যবস্থাই হচ্ছে সমাজতন্ত্র বিধায় সমাজতন্ত্র হচ্ছে- ইতিহাসের চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীক পরাধীনতা মুক্ত; স্বাধীন-মুক্ত মানুষের সত্যিকার মানবিক স্বাধীনতার অর্থাৎ খাদ্যসহ জীবন ধারণের উপকরণের দুশ্চিন্তা মুক্ত প্রাচুর্য্যময় ও আনন্দময় এক সত্যিকার স্বাধীন রাজ্য।

অথচ, রুশ সংবিধানের উল্লেখিত সেকশন দ্বারা লেনিনবাদী রাষ্ট্র ও লেনিন নিজেই যেমন মানুষকে বন্য পশুবৎ জীব-জন্তু সাব্যস্তে মানুষের খাওয়া-না খাওয়া বা বাঁচা-মরার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে মানুষের প্রভুতে পরিণত হয়েছেন তেমন এ্যাংগেলসদের মতে সমাজতন্ত্রে খাওয়া-না খাওয়ার মতো তুচ্ছ বিষয়াদি তথা ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সংগ্রাম কেবল অনাবশ্যকই নয়,বরং অপ্রয়োজনীয় ও অচিন্তনীয় বলেই সকল প্রকার পাশবিকতা মুক্ত সচেতন-সভ্য,আধুনিক ও স্বাধীন মানুষের জীবনের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় এবং ক্রমবর্ধিতভাবে আরো অধিকতর উন্নততর বিষয়াদি প্রাপ্তির জন্যই মানুষ কেবলই প্রতিকুল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে বলেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষ একদিকে যেমন ইতিহাসের অন্যদিকে তেমন প্রকৃতির উপর প্রভুত্বকারী মানুষ বিধায় স্বাধীন-মুক্ত

মানুষেরাই প্রভু বটে প্রকৃতির হেতু লেনিনরা উক্ত সেকশন দ্বারা অজ্ঞতা ও প্রকৃতি নির্ভরতা তথা সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্পন্ন এক অসভ্য-বর্বর ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থাকেই 'সমাজতন্ত্র' হিসাবে প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব প্রভুত্বের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার দুরভিসন্ধিমুলে কার্যত মানুষকে বর্বর জন্তু তুল্য গণ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কেই এক নিছক বানোয়াটি-মনগড়া ও বিকৃত ধারণা প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা করেছেন।

উল্লেখ্য- সম্রাট হাম্মুরাবী তার বিধানে-অনাবাদি ভূমিকে চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তর এবং ভূমি চাষে -ভূস্বামি ও চাষীর হিস্যা এবং নৌকা বানানোর মিস্ত্রি হতে শল্যচিকিৎসাবিদের ফিস বা মালামাল পরিবহনে গাড়ী ভাড়া ইত্যকার বিষয়াদির হার ও হারাহারি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু, লেনিন মহোদয় তার সংবিধানে কোথাও শ্রম শক্তি বিক্রেতা মজুরি দাসদের মুজরী অর্থাৎ মজুরির হার, মাত্রা-পরিমাণ বা হারাহারির স্কেল বা তৎবিষয়ে নীতি ইত্যাদি তিলমাত্র উল্লেখ করেননি। বরং-ভূমির উর্বরতা জনিত অতিরিক্ত উৎপাদনও লেনিনবাদী রাষ্ট্রের প্রাপ্য মর্মে ডিক্রি জারী করেছিলেন। অত:পর, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কৌশলে-আশ্রয়ে রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে কেবলই অধিকতর মাত্রায় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকরণে মানবিক পশু সাব্যস্তে ও তদ্ধবহার নিশ্চিতকরণে অর্থাৎ রাষ্টীয় ক্ষমতার জোরে ও রাষ্ট্রীয় মনোপলির সুযোগে শ্রমের একমাত্র ক্রেতা রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর লেনিন যখন যেরূপ মনে করতেন বা যতটা কমমাত্রায় মজুরি প্রদানের সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রনৈতিক গুন্ডাবাহিনীর জোর সৃষ্টি করতে পারতেন ঠিক ততোটা মাত্রায় যাতে মজুরি প্রদানে বারিত না হন, সে জন্যই হাম্মুরাবীর মতোও বিধি-বিধান জারী করেননি লেনিন মহারাজ তাওতো নিশ্চিত।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে প্রভু লেনিনের রাষ্ট্রে যারা কাজ করেছে তাঁরাই খেতে পায়নি ঠিকঠাকমতো এবং তাঁদেরই কাপড়-জুতা প্রাপ্তির জন্য ১৯৬০ সালেও ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে লেনিনবাদী ক্রুচেভকে এবং হালের পরিসংখ্যানও নিশ্চিত করে রাশিয়ার চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ১৫% । লেনিনের কালেও কেবল ১৯২০ সালের দুর্ভিক্ষে ৩০-৫০ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করার তথ্য পাওয়া যায়। আর মি: পুটিনদের মতো ধনবান ব্যক্তি যারা- রাজাধিরাজ লেনিনের গোলাম সহ সোভিয়েতের সকল দাস অর্থাৎ শ্রমজীবীদের উপর রাষ্ট্রিক গুন্ডামি করা ছাড়া উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত ছিল না তারাই তখনো এবং এখনো সমাজের প্রায় সকল খাবার খেয়েছে ও খাচ্ছে ।

অর্থাৎ যে যত কাজ করবে সে ততো কম খাবে আর যে কাজ করবে না অর্থাৎ পরজীবীতার প্রথাগত যোগ্যতায় ষ্ট্যালিনীয় বুদ্ধিজীবীতার ফতোয়ায় লেনিনীয় ব্রাহ্মণ গণ্যে কেবলই শ্রমজীবী তবে অভুক্ত দাসগণের নিত্য পূঁজা-অর্চনা ভোগ-উপভোগ সমেত পূঁজার প্রসাদ তথা সর্বাধিক ভালো খাবার নিত্যই সর্বাধিক পরিমাণে খাবে। উপরন্ত, অত্র সেকশন দ্বারা লেনিন যেমন মানুষকে খাওয়া-না খাওয়ার মতো এক পাশবিক প্রাণীতে পরিণত করেছেন তেমন হাম্মুরাবীও তাঁর বিধির ৮ নং ধারায় শূয়র বা ছাগল চুরির দায়ে মানুষের মৃত্যুদন্ডের বিধান দিয়ে মানুষকে শূয়র-ছাগলের সমার্থক গণ্য করেছেন তদীয় সৃষ্ট অথচ ঈশ্বরেরই নামে ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারিক অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ বা হাতের

বদলে হাত বা প্রাণের বদলে প্রাণ সংহারের মানদন্ড ও মুল্যবোধে। অত:পর, চীপ গড কর্তৃক "পদোন্নত"ও সূর্য দেবতার নিকট হতে স্বীয় কোড প্রাপ্তির দাবীদার বর্বর হাম্মুরাবীর মতোই রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুরভিসন্ধিমুলে মার্কসের নাম ব্যবহারকারী রুশি বলেশেভিক সর্দ্দার লেনিনের সংবিধান নাকি, হাম্মুরাবীর কোড কোনটি, অধিকতর জঘন্য ?

(ঘ) খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়, বাঁচার জন্য খাওয়া বলেই ক্ষুধার্ত হয়েও অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণ হতে মানুষ যখন থেকে বিরত থাকতে শিখেছে তখন থেকেই মানুষ কেবল সুষম ও স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্যই নিশ্চিত করতে তৎপর হয়নি বরং খাদ্য সামগ্রী কি ভাবে মজুত রেখে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা ভোগ-ব্যবহার করার উপযোগী ও উপযুক্ত রাখা যায় সে প্রযুক্তি আবিস্কারে লিপ্ত হয়েছে বলেই এখন মানব জাতি খাদ্যের মতোই আবশ্যকীয় আরো বহু উপকরণ -জিনিষ ব্যবহার করে যা মোটেই খাদ্য নয়। অথচ সেসকল সামগ্রী না হলে আধুনিক জীবনমান বজায় রাখা যায় না অথবা আধুনিক জীবনের অনুরুপ বিষয়াদির উদ্ভাবন-উদ্ঘাটন করতে গিয়ে মানুষ তদানুরূপ বোধ-বুদ্ধি বা নীতি-আদর্শ ইত্যাদি নির্মাণ-বিনির্মাণ করেছে বলেই নিজ নিজ নীতি-আদর্শ রক্ষায় বা নিজ বিবেচনায় নীতিহীন জীবনের দায় বহনের অস্বীকৃতিতে সক্রেটিস সহ বহু জন স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে বা বাধ্য হয়ে জীবন দান করেছে বা অবৈজ্ঞানিকতার বিপরীতে বৈজ্ঞানিকতার চর্চা-প্রসার সাধনে ব্রুনো-এন্টোনিও সহ আরো বহুজন প্রথাগত প্রভুদের হত্যা-খুনের বলি হয়েছিল। কমিউনিষ্ট আন্দোলন সংগঠনে আন্তরিক মার্কস পরিবারের খাদ্যাভাব ও দুর্ভোগের বিষয়াদিও যেমন আমাদের অজ্ঞাত নয় তেমন এমনকি জীবনও যেতে পারে জেনেও বুহ জন যেমন কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তেমন বহু জনের জীবন দেওয়া সহ বহু ধরণের নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগার ইতিহাসও কম নয়। এমনকি বুর্জোয়া আন্দোলনও বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা হরণ করেছিল । অত:পর, রুশ জারের ভয়ে ভীতু লেনিনের পাশবিক মুল্যবোধ অনুযায়ী যদি কেবলই খাদ্যভোগী হতেন বটে সকলে বা কেবলই খাওয়ার জন্যই বাঁচতে চাইতেন তবে কি আজকের মানবজাতি যে সকল বিষয় ভোগ-উপভোগ ও ব্যবহার করছে এবং কমিউনিজম সহ যেসকল নীতিবোধের জন্ম-উদ্ভব বা সৃষ্টি হয়েছে তা আদৌ হতে পারতো?

আবার মানুষ কর্তৃক মানুষকে দাস বানাতে ও দাসত্ব রক্ষায় তথা দাসদের শ্রমে জীবিকা নির্বাহকারী পরজীবীদের পরজীবীতা সংরক্ষণে সৃষ্ট রাজনীতি যা এযাবতকাল ধর্ম হিসাবে অভিহিত ও গণ্য হয়ে আসছে -সেই রাজনীতি অর্থাৎ ধর্মের বিনাশ-উচ্ছেদ সাধন করেছে বটে পুঁজিবাদই, বলেই মার্কসদের কালেও এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর নিকট পরাজয়ের ভয়ে ভীত- আতংকিত বুর্জোয়ারা যখন নতুন করে ধর্মাশ্রয়ী হয়েছে তখনো পুঁজিবাদী সমাজে ধর্ম অতীব গুরুত্বহীন ছিল বলেই তদ্বিষয়ে আলোচনায়ও খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না বলেই কমিউনিষ্ট ইস্তহারে মার্কসরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, " ধর্ম, দর্শন এবং সাধারণভাবে মতাদর্শের দিক থেকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়।" এবং চিরন্তন সত্যের আড়ালে ধর্মাশ্রয়ে টিকে থাকতে অপচেষ্টাকারী ধীক্কৃত বুর্জোয়াদের পচনশীলতায় ধর্মের পরিণতি বিষয়ে ইস্ত

হারেই মার্কসরা লিখেছেন- " কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্যকে উড়িয়ে দেয়, ধর্ম ও নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করে তা সব ধর্ম ও সব নৈতিকতারই উচ্ছেদ করে; তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।"

অথচ, খাদ্যকে জীবনের মোক্ষ ও লক্ষ্য নির্ধারণ পূর্বক খাওয়ার জন্যই বেঁচে থেকে বা খাওয়ার শর্তে শ্রম প্রদানের মাধ্যমে লেনিনীয় রাষ্ট্রের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে যেমন পূর্বে আলোচিত সেকশন যুক্ত করেছেন তেমন লেনিন সাহেবের অত্র সংবিধানে ধর্মীয় কারণেও বিদেশীদের রাশিয়ায় আশ্রয়দান ও নাগরিত্ব প্রদানের বিষয়াদি যেমন বর্ণিত তেমন শ্রমিকশ্রেণীর বিবেকের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের অজুহাতে কার্যত ধর্ম বিষয়ে উদ্ধৃতি এইঃ "13. For the purpose of securing to the workers real freedom of conscience, the church is to be separated from the state and the school from the church, and the right of religious and anti-religous propaganda is accorded to every citizen."

হাম্মুরাবী তাঁর বিধানের ১৩ নং ধারা খালি রেখেছেন ধর্মীয় কুসংস্কারেই আর লেনিনবাদী লেনিন তাঁর সংবিধানের ১৩ নং সেকশন পূরণ করেছেন নাগরিকগণের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়ে।ধর্ম- ১৮৪৮ সালে যা গুরুত্বসহ আলোচ্য বিষয় নয় ইউরোপে অন্তত মার্কস-এ্যাংগেলসের বিবেচনায় এবং তাঁরা যখন ঘোষণা করছেন যে, -মুক্ত মানুষ, দাসত্বের সকল অভিজ্ঞতার পরিপন্থী মানুষ এবং দাসত্ব মোচনে অর্জিত স্বাধীনতা তথা মানুষের মুক্তি বিষয়টি যখন কারো দেওয়া-নেওয়ার বিষয় নয় অথবা সমাজের বাস্তব অবস্থা হতেই মানুষ জ্ঞান অর্জন করে থাকে বিধায় সদা রূপান্তরশীল বুর্জোয়া সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানই স্বরূপে ও স্বমূর্তিতে স্বীয় স্বাধীন স্থান নিশ্চিতকরণে অর্থাৎ আধুনিক উৎপাদন উপকরণ তার উপযোগী ও উপযুক্ত সমাজ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্ভাবন-সৃজন ও সম্পাদনে নিয়ামক শক্তি তখন বুর্জোয়াদের মত ভন্ডামি না করেই বা লেনিনের মতো ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়েই কমিউনিজমের প্রকৃত তথ্য-তত্ত্ব ও সত্য প্রকাশ্যে স্বাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন মার্কসরা, তখন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার প্রসার-বিকাশ আবশ্যকীয় নীতি গ্রহণ না করে ১৯১৮ সালেও কেবলই রাশিয়ার ধর্মভীরু-জার ভক্ত ও অনাধুনিক চাষী সম্প্রদায়কে ফাঁকি দিতেই বা বিভ্রান্ত করতেই লেনিন সাহেব নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী না হয়েও ধর্মের স্বাধীনতা কবুল করেছেন ?

উল্লেখ্য, স্বয়ং পুঁজিবাদ পরাস্ত -পরাভূত করেছে খোদ ধর্মকে বা ধর্মীয় রাজনীতিকে আর সমাজতন্ত্র পরাজিত-পরাস্ত ও বিলুপ্ত করবে পুঁজিবাদকে ইতিহাসের নিয়মেই । অত:পর, ধর্ম বা ধমীয় রাজনীতি কি পুঁজিবাদ বৈ সমাজতন্ত্রের বিষয় বা সমাজতান্ত্রিক সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত ও বর্ণিত হওয়ার আদৌ সুযোগ আছে বা তদমর্মে বুর্জোয়া ভন্ডামী কি কমিউনিষ্টরা করতে পারে ? সে বিষয়ে কমিউনিষ্ট ইস্তেহারের শেষ প্যারায় দৃঢ়তার সাথে "না" : জবাব দিয়েছেন মার্কসরা । তবু কেন- 'কমিউনিষ্ট' এবং 'মার্কসবাদী' লেনিন ধর্মীয় স্বাধীনতা দিলেন?

উত্তরটা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের প্রথম প্যারায় প্রথম লাইনে মার্কসরা যা লিখেছেন তা হতে নেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ ইউরোপের আতংকগ্রস্ত বুর্জোয়া ভূতরা যেমন শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় সাবেকী মুল্যবোধের রাজনীতি তথা ধর্মীয় ভূতের সাথে জোট বেঁধেছিল তেমনি বুর্জোয়াদের অনুচর ভন্ড লেনিন স্বীয় কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব সংরক্ষণে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে প্রাক পুঁজিবাদী রাজনীতির গড ফাদার রুশীয় জারীয় কায়দার আনুগত্য লাভে রুশীয় দাসগণের দাসত্বের মানসিকতার লালন-পালন ও পরিপুষ্ঠ করতে অনুরূপ ভন্ডামি-অসভ্যতা করেছিল। দাসত্বের বিনাশ ও প্রভুত্বের অবসান সমার্থক বলেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাবাদী লেনিন উক্ত সেকশন দ্বারা কার্যত দাসত্বের বিনাশ নয় বরং প্রভু লেনিনের প্রভুত্ব কায়েমে দাসদের দাসত্বের আরো অধিকতর প্রসার সাধনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল তাতেও সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই।

ঈশ্বর পন্থী স্বামী দয়ানন্দের বেদ ভিত্তিক ভারতীয় আর্য সমাজের স্বরাজ আর নিরীশ্বরবাদী সাভারকারের সোনালী যুগের হিন্দুত্ববাদের ভারতের স্বরাজ বা কথিত স্বাধীন সমাজের মধ্যে যেমন স্বামীজির ঈশ্বর কোন ফারাক বা তফাৎ সৃষ্টি করতে পারেনি বলেই কেবল স্বরাজ নয় বরং রাষ্ট্রিক ক্ষমতা কব্জা করে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করতেও বি.জে.পি এবং হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ জোট বাঁধে। অনুরূপভাবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমশক্তি শোষণে বা শ্রমের অদেয় দাম তথা সুদ-মুনাফা ও খাজনা যার সমষ্টি হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মুল্য তা, আত্মসাতে স্ব-স্ব হিস্যা নিয়ে কংগ্রেস-বি.জে.পির মধ্যে বিরোধ-বৈরীতা থাকলেও সামগ্রীকভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ-পীড়ন ও দমনে দ্বিমত হয় না বি.জে.পি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীন জোটদ্বয়ের । অথবা, স্বাধীন ভারতে স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় নয়া গণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র বা জাতীয় গণতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে লেনিনীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়-সি.পি.আই-সি.পি.আই(এম) সহ ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক পার্টি গুলোর নেতারা ভারতের সাংবিধানিক পদ-পদবী বা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারে নির্বাহী পদ সহ আইন প্রণেতার পদ গ্রহণে ভারতীয় সংবিধান মতো ইংরেজী ভাষার গডের নামে শপথ গ্রহণেও বিব্রত বা বিরত হয় না তারও কারণ বটে লেনিনবাদী প্রতারণা বা ভ্রান্তি বা লেনিনের মতোই কথিত জাতীয় বুর্জোয়া কার্যত পুঁজিবাদী স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁদের বদ্ধপরিকরতা ।

আবার ইসলামিক প্রজাতান্ত্রিক পাকিস্তানের সংবিধান প্রণেতা জেড.এ. ভূট্টু তার রাজনৈতিক দল-পাকিস্তান পিপলস পার্টির কর্মসূচীতে " সমাজতন্ত্র" লিপিবদ্ধ করে সোশ্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের সদস্য হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওবামাও নাকি "মার্কসবাদী"। অন্ত:ত, ২০০৯ সালে স্কুল ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় মি: ওবামা "সমাজতন্ত্র" প্রচার করবেন বলে মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। তবে, ২০০৯ সালেই ধর্মীয় রীতি মেনেই জাপান সম্রাটের সাথে দেখা করেছেন এবং সুযোগ-সুবিধামতো অপরাপর ধর্মের মাহাত্ম বয়ানেও কসুর করেন না মি: ওবামা। ধর্ম ও সমাজতন্ত্র দুটির প্রভাব এখনো সমাজে বিরাজমান তাই দুনিয়ার তাবৎ ভন্ডরা সুযোগ-সুবিধা বুঝে বা শোষণের সুবিধা নিশ্চিতকরণে প্রথাগত ধর্মওয়ালা রাজনীতিকরা যেমন সমাজতন্ত্রের

নামাবলী গায়ে দিচ্ছে তেমন লেনিনবাদীরাও ধর্মের আবরণ ব্যবহার করছে। প্রবাদে একেই বলে ' চোরে চোরে মাসতুতু ভাই।'

একই ভাবে রুশ জারের মতো ধর্মের আবরণে ও বাতাবরণে শ্রম শোষণে ও বজ্জাতিতে অসুবিধা নয় বরং জারের সেনা-পুলিশ সমেত নব সৃষ্ট খুনি চেকা এবং লেনিনীয় ব্রাহ্মণ তথা লেনিনবাদীদের সমন্বয়ে কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নামে শ্রমজীবী মানুষকে দাসত্বের অন্ধ মানসিকতায় আবদ্ধ -বদ্ধ ও অন্ধ রাখতেই যে লেনিন সাহেব অত্র সেকশন জুড়ে দিয়েছেন তা বুঝতে খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে-প্রত্যক্ষ তিক্ত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও ভুক্তভোগী রুশের শ্রমজীবী মানুষ সহ রাশিয়ায় অধিকাংশ ভোটার তুলনামূলকভাবে কম নিপীড়ক জারের পক্ষে মতামত দিয়েছে বলেই ১৯১৩ সালে- প্রভু লেনিন লর্ড জারের নিকট পরাজিত হয়েছেন হেতু লেনিন গ্রার্ডের নাম সমেত অনুরূপ বহু স্থানের নাম আবারো পরিবর্তন হয়েছে। অত:পর, গান্ধীর খুনের দায়ে অভিযুক্ত সাভারকার আর স্বামী দয়ানন্দ ধর্ম বিষয়ে পরস্পর বিরোধী অবস্থানের লোক হওয়া সত্ত্বেও কেবলই স্বরাজের প্রেক্ষিতে তাঁরা যেমন পরস্পরের পরিপূরক তেমন লেনিন আর জারও পরস্পরের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও অনুগামী ও সহগামী এবং প্রভু বটে উভয়েই ।

(ঙ) মানুষ কর্তৃক মানুষকে পরাভূত-পরাজিতকরণ এবং পরাজিত ব্যক্তিকে দাস সাব্যস্তে দাসকে শোষণের জন্য দাস-প্রভু সম্পর্কের শ্রেণী বিভাজন বা পরজীবীতার বিধি-ব্যবস্থা পত্তনই মানবজাতির জন্য যেমন সর্বাধিক লজ্জাজনক ও কলংকজনক তেমন সবচাইতে অন্যায়। এহেন জঘন্য অন্যায়কে তথা প্রভু-দাসত্বের সম্পর্ক চালু ও অব্যাহত রাখতে রাজনীতির উদ্ভবকাল হতেই বিচারের ব্যবস্থা করেছিল সর্বাধিক অন্যায়কারী বর্বর দাস প্রভুরাই। যদিচ, এমত অন্যায় বিধি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল সমাজে "ন্যায় বিচার" প্রতিষ্ঠা । হায়, কি স্যালুকাস! সর্বাধিক সংখ্যক মানুষতো বটেই এমনকি সামগ্রীকভাবে মানবজাতির জন্যই যা অন্যায় সেটিই নাকি " ন্যায়"। কিন্তু, অনুরূপ ন্যায়ের দাসত্বমূলক ব্যবস্থাকে আকার-আকৃতিতে অটুট-অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি প্রভুদের ন্যায় বিচার। তাইতো, নানান পরিবর্তন সহ বুর্জোয়ারাও যতই সাম্য-মৈত্রী ও মর্যাদার নিমিত্তে মানবাধিকার ইত্যকার ভুয়া গালভরা বুলির আশ্রয় নিক না কেন কার্যত বিচার মানেই কেউ একজন বিচারক যিনি বিচার করবেন একজন মানুষের যিনি- বিচারক নিয়োগ-অপসারণকারীর তৈরীকৃত আইন-বিধি ভংগ-অমান্য করেছেন এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে যথার্থ দোষী হলে আইন প্রণেতার স্বার্থবোধের নিরিখে দন্ড দান বা ক্ষতিপূরণে বাধ্যকরণে দন্ডপ্রাপ্ত বা অভিযুক্তকে আটক-গ্রেফতারে রাষ্ট্রের অন্ধ তবে হিংস্র ও মস্তিষ্কহীন অর্থাৎ কেবলই পেট সর্বস্ব হুকুমের দাস পুলিশ পূর্বাপর স্বীয় গোলামি সত্ত্বার আয়ত্তাধীন যাবতীয় ঘৃণ্য -বর্বর আচার-উপাচার প্রয়োগ করে থাকে।

বিচার-ন্যায়বিচার যে নামেই হোক মানুষের প্রতি মানুষের এমন বর্বর ব্যবহার বা একজন বা কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থে প্রণীত আইন নামীয় গোলামী বিধি-বিধান ভংগ করলেই এমনকি জীবনস্বত্ব বা জীবিকা হারাতে হবে অপরাপর মানুষকেই তা কি সংখ্যাধিক্য মানুষ বা সামগ্রীকভাবে মানুষের জন্য মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা ? মানুষ যেখানে মানুষের জীবন ও

জীবিকা হরণকারী সেখানে মানবিকবোধ-মানবিক মর্যাদা ও মানবিক সম্পর্ক নষ্ট-হানি ও ক্ষুন্ন হওয়া বৈ অটুট-অক্ষুন্ন থাকে ? কেউ কারো সন্মান-মর্যাদা হানি করার পরও হানিকারীর সহিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সুসম্পর্ক বা সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কি? বিচারক ও বিচারাধীন ব্যক্তি সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য কি ? উভয়েই আইন ও হুকুমের গোলাম তবু বিচারক ও পুলিশ কি সমমর্যদা সম্পন্ন ? অথবা, আইন প্রণেতা ও আইন ভংগকারী আইনের দৃষ্টিতেই সমান কি ? অথবা, বিচার বিভাগের নিকট ভি.আই.পি ও অর্ডিনারী পিপলস সমব্যবহার লাভ করে কি ? বিত্তবান ও বিত্তহীন-উভয়েই সাধারণতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সমা অধিকারী হলেও সাধারণভাবে তা ঘটে কি ? সমস্ত আইন ও কোর্ট-কাচারী ক্ষমতাধর বা অধিপতিশীল শ্রেণী-গোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ নয় কি? শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কখনো সকলে সমান মর্যাদাশীল ব্যক্তি মর্মে গণ্য হওয়ার মতো আইন কার্যকৃত হতে পারেকি ? ভি.আই.পি-সি.আই.পি আর জেনারেল পিপলস কখনো সমার্থক ও সমমর্যদাসম্পন্ন হতে পারে কি? পরস্পর বৈপরিত্যের সত্ত্বা ও সম্পর্কের মধ্যে গঠিত হয় বলেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক শক্তির সমন্বয়ে গঠিত বস্তু দ্বান্দ্বিক সম্পর্কাধীন হেতু বস্তু গতিশীল-পরিবর্তনশীল এবং রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয় । কিন্তু মানুষতো কেবলই বস্তু নয় এবং বিপরীত শ্রেণী সত্ত্বাও পুঁজিবাদী সমাজসহ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বৈ সমাজতান্ত্রিক সমাজের অনুসংগও নয় ।

অত:পর, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিপরীত স্বার্থ ও সম্পর্কের মানুষ কি কখনো পরস্পরের বন্ধু-সাথী গণ্য হতে পারে নাকি নিতান্তই এক বস্তা গোল আলুর মতোই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক বস্তায় বন্দী হয়ে থাকে ? মানুষ যদি মানুষের পরস্পরের সাথী-বন্ধুই না হয় বা তদ্রুপ সম্পর্কাধীন না হতে পারে তবে কি মানুষের মধ্যে মানবিক ভাব-বোধ ও সত্যিকার মানবিক অনুভূতি যথার্থভাবে গঠিত ও পরিস্ফুটিত বা বিকশিত হয় ? প্রকৃত মানবিক ভাবহীন ও যথার্থ মানবিক মর্যাদাহীন এবং সুসম্পন্ন মানবিক বোধহীন মানুষের মধ্যে বস্তুর মতো বৈপরীত্যের ঐক্য হয়তো হতে পারে কিন্ত অর্গানিক ইমালগাশান বা রিয়েল ইউনিটি বা প্রকৃতার্থে সহমর্মিতার সার্বিক বা বিশ্বজনীন ঐক্য বা একতা গড়ে উঠতে পারে কি ? মূল কথা বিচার ব্যবস্থাতো বটেই 'বিচার' শব্দটাই মৌলিকভাবে অন্যায়,অবিচারিক ও অমানবিক নয়? প্রভু বা প্রভুতুল্য বা প্রভুগোত্রীয় ব্যক্তিদের প্রণীত আইন-বিধি ও বিচারিক ব্যবস্থা বিলীন-বিলুপ্ত ও বিনাশ করা ব্যতিত অর্থাৎ স্বাধীন মানুষের স্বাধীন-মুক্ত সমাজ তথা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বৈ শ্রেণী বিভক্ত-ব্যক্তিস্বার্থে বিভাজিত নয়, এক্কেবারে সমস্বার্থে সুসম্পন্ন ও সুগঠিত মানবিক বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন ও পরিপূর্ণ মানুষের সমন্বয়ে গঠিত বৈশ্বিক সমাজ ছাড়া মানুষের মধ্যে সাম্য -মৈত্রী বা মানবিক মর্যাদা-সংহতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কার্যতই সুযোগ নাই।

অথচ, বুর্জোয়া ভন্ডদের তথাকথিত- 'আইনের শাসন', 'ন্যায় বিচার' এবং সাম্য-মৈত্রী ও মানবিক মর্যাদা ইত্যাদির নামে মানুষকে অমর্যাদা করতে মোটেও কুণ্ঠিত হয়নি পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী জুরুস্প্রুডেন্স-এতদমর্মে নীতি বা সামাজিক ব্যবস্থাকে দায়ী না করে খুবই অন্যায় ও জঘন্যভাবে মানুষকে স্বীয় কর্ম-দুস্কর্মের জন্য দায়ী-দোষী গণ্যে তদানুরূপ দোষ স্খালন-প্রতিহতকরণে দোষীকে নানান দন্ডাদি প্রদানে নানান আইন সমেত পৃথক বিচার

বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে । কিন্তু, সমাজতন্ত্রে-ন্যায় সংগতভাবেই এবং প্রকৃত ও প্রকাশ্যেই ব্যক্তি নয় সমাজই যে মানুষের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ-প্রসার ও তদ্রুপ যাবতীয় বিষয়াদির জন্য দায়ী তা স্বীকৃত । কাজেই, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে খুন-খারাবি সমেত যে সকল দুস্কর্ম মানুষ করে থাকে তার জন্যও দায়ী ব্যক্তিমালিকানাধীন সমাজ এবং তদ্বিষয়ে সমাজপতিরা সমাজের সমাজিক দায়-দায়িত্ব স্বীকার না করলেও সমজতন্ত্রে তার ব্যাত্যয় হওয়ার সুযোগ নাই। এমনকি জমিদার ও পুঁজিপতিদের সম্পর্কেও পুঁজি, গ্রন্থের ১ম খন্ড, ১ম অংশের ভূমিকায় -২৫ জুলাই,১৮৬৭ সালে মার্কস লিখেছেন- "আমার দৃষ্টিভংগিতে আমি সমাজের অর্থনৈতিক গঠনরূপকে দেখেছি প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে, তাই আমার দৃষ্টিতে ব্যক্তি বিশেষ যে-সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি, সে নিজে কখনই তার জন্য দায়ী হতে পারে না। তা সে বিষয়ীগত ভাবে নিজেকে যতই তার উর্ধ্বে তুলে ধরুক না কেন।"

কাজেই মার্কস ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান মতো ব্যক্তির ভালো-মন্দ গুণ-কর্মের জন্য ব্যক্তি নয়,দায়-দোষী বটে সমাজ । অত:পর, সমাজ পরিবর্তন হলে অর্থাৎ দাসত্বের চিরাবসানে স্বাধীন মানুষের শাশ্বত শান্তির মুক্ত সমাজে মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক -'বিচার' ও 'বিচারপতি' শব্দগুলোই যে, পুঁজিবাদের মতোই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই নিবে তাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রারম্ভিককালে এবং সমাজের রাষ্ট্র অর্থে শেষ রাষ্ট্রিক কাজ হচ্ছে- সম্পত্তির সাধারণ/সামাজিক মালিকানা নিশ্চিত করা বলেই সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাজাত ও ব্যক্তিস্বার্থগত সম্পর্কের অস্তিত্বই অনুপস্থিত মর্মে ইত:পূর্বেকার সিভিল ল' এন্ড সিভিল কোডের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা অটোমেটিকেলি সমাপ্ত ও বিলুপ্ত হয় এবং একইভাবে ব্যক্তিমালিকানাজাত বৈরীতা-বিরোধীতার সম্পর্কও সমাজতন্ত্রে থাকার সুযোগ নাই বিধায়- ক্রাইম, ক্রিমিনাল ল' এন্ড ক্রিমিনাল কোডের পরিসমাপ্তি অনিবার্য হেতু এই উভয়বিধ ল' এন্ড কোড দুনিয়া হতে বিদায় নিবে । তবে, প্রভুগোত্রীয়দের পুরানো বদাভ্যাস বা তদ্রুপ কুসংস্কারের রেশ-অবশেষ বজায়-বহাল থাকাকালীন সময়ে তৎপ্রতিবিধানে বা ব্যক্তি বিশেষের বদাভ্যাস দুরীকরণে অর্থাৎ ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সহজেই নিস্পন্ন যোগ্য বিরোধ ও বৈরীতা নিরসনে সমাজই মুখ্য ভূমিকা পালনকারী কর্তৃত্ব হিসাবে সমাজের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সমাজেরই একটি সাময়িক সংগঠন হিসাবে প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে সাময়িক কালের জন্য সাময়িক মিমাংসাকারী সমেত মিমাংসা শাখা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যেতেই পারে; যেমন করার চেষ্টা করেছিল প্যারী কমিউন।

কিন্তু, সর্ব রুশীয় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী প্রসংগে লেনিনের সংবিধানের সেকশন-৪৯ এ উদ্ধৃতি এই: "(n) State legislation, judicial organization and procedure, civil and criminal legislation, etc.;"
অর্থাৎ লেনিনও নিশ্চিত ছিলেন যে, লেনিনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বত্ব ভোগ -দখল ও ব্যবহার করবে এবং একে অপরের সম্পত্তি-সম্পদ চুরি-ডাকাতি করা সহ খুন-খারাবি ইত্যকার দুস্কর্ম করবে যা পরজীবীদেরই ধর্ম। এবং অনুরূপ

সিভিল বিরোধ নিস্পত্তি ও ক্রিমিনাল অফেন্স দমন-নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় আইন, বিচার বিভাগীয় কার্যধারা বা কার্য বিধি সমেত বিচারিক সংগঠন সৃষ্টি বা তদানুরূপ বিহীতাদি সম্পাদন করবে লেনিনের রাষ্ট্রের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন তথা সুপ্রিম পাওয়ারহোল্ডার ২০০ সদস্যের সেন্ট্রাল একক্সিকিউটিভ কমিটি, যার অলিখিত চীপ বস এন্ড কমান্ডার হচ্ছেন মি:লেনিন। অর্থাৎ লেনিনই তাঁর রাষ্ট্রিক প্রয়োজন ও খেয়াল খুশীমতো যখন যেরূপ তাগিদ বোধ করবেন তখন সেরূপ আইন-বিধি প্রণয়ন, বাতিল বা রদ-রহিত বা জারী-বহাল করবেন এবং তাঁরই প্রণীত বিধান মতো বা হুকুমমতো বিচারিক কার্য সম্পাদনের জন্য বা তাঁরই হুকুম তামিল করার জন্য বিচারক বা বিচার বিভাগ বা অর্গান খোদ লেনিনই গঠন-বাতিল ও নিয়োগ-অপসারণ করবেন। এক কথায় লেনিনের রাষ্ট্রে বিচার-অবিচার যাহাই কিছু ঘটবে সবই ঘটতে হবে প্রভু লেনিনের স্বার্থমতো। অনুরূপ দুস্কর্মটি তাঁর শিষ্য ষ্ট্যালিন-মাও,হোচিমিন,টিটু,হোক্সা,চসেস্কু, কিম ইল স্যুং প্রমুখ সকলেই মহাধুমধামে করেছেন।

অথচ, লেনিননই তাঁর সংবিধানের ৩ নং সেকশনের (এ) হতে (জি) পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত খাত সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালনে অক্ষম সম্পত্তিকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে-কর্তৃত্বে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা হাসিলে। এবং লেনিনও তাঁর সংবিধানে কোথাও তাঁর রাষ্ট্রকে " রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী" রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত-আখ্যায়িত না করলেও তাঁর রাজনৈতিক নিবন্ধ-পুস্তকাদিতে হরহামেশাই রাশিয়াকে সমাজতন্ত্রের সহিত তফাতহীন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে বিবৃত করেছেন। যদি-লেনিনের রাজনৈতিক ভাষ্যই সঠিক হয় তবে আলোচ্য সংবিধানে তা তিনি লিখলেন না কেন বা সংবিধানে যা লিখেননি তা-ই বা রাজনৈতিক পুস্তকে লিখেছেন কিভাবে? অবশ্য ষ্ট্যালিনের ভাষ্যমতে লেনিনতো বিরল প্রতিভার মহান বিপ্লবী যার জন্মই হয়েছিল রুশ বিপ্লব সংগঠনের জন্য তিনিতো তাঁর প্রতিভার গুণে যেমন রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ একটি দেশে এবং একমাত্র রুশ দেশেই ফরমায়েশীমূলে কথিত বিপ্লব সম্পাদন করেছিলেন। তাইতো এভার টেলেন্টেড লেনিন মহোদয় যখন যা বলবেন হোক না তা, স্ব-বিরোধী বা সাংঘর্ষিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ তবু তাহাই তাঁর অনুচর-সহচর ও চেলা চামুন্ডা সমেত সকলকেই মহাসত্য হিসাবে কবুল করতে হবে।

সোভিয়েতের বিচারিক কার্যাদি সম্পাদন -নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনে তথা উক্ত বিষয়ে রাষ্ট্রিক সাধারণ ব্যবস্থাপনার জন্য অত্র সংবিধানের সেকশন-৪৩ (ই) দ্বারা পিপলস কমিশার অব জাষ্টিস অর্থাৎ বিচার মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সোভিয়েতের সরকার সম্পর্কিত সরকারী নথি অনুযায়ী- "চেয়ারম্যান অব দ্যা কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার" - লেনিনের মন্ত্রী সভায় ষ্টেটেসকা , স্টেমবার্গ ও ডমিট্রি এই ৩ জন ৪ বার উক্ত দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু, অত্র সংবিধানেও কোথাও সুপ্রিমকোর্ট গঠন বা বিচার বিভাগ গঠন সমেত বিচার বিভাগের করণীয় ও না-করণীয় তথা ক্ষমতা-এখতিয়ার এবং বিচারকদের নিয়োগ-অপসারণ বা যোগ্যতা-অযোগ্যা ইত্যকার কোন বিষয় উল্লেখিত নাই। তবে, লেনিনের মৃত্যুর পর গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯২৪ সালের সংবিধানের

অনুচ্ছেদ-৪৩ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়েছে এবং লেনিনেরই এক বিচারমন্ত্রী মনোনীত হয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট। আলোচ্য সংবিধানে ঐ পদটিই নাই তবু লেনিন সোভিয়েত সরকারের যেমন "চেয়ারম্যান অব দ্যা কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার" আবার সংবিধানে বিচারমন্ত্রী আছে কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট নাই , এটিই লেনিনবাদ। তবে, অত্র সংবিধান গৃহীত হওয়ার পুর্বে ৫ ডিসেম্বর, ১৯১৭ সালে " ডিক্রি অন কোর্ট" জারী করে লেনিন কথিত বিপ্লবী ট্রাইবুনাল গঠন ও কার্যকর করেছিলেন। কিন্তু ডিক্রি বা ডিক্রি বলে গঠিত কোর্ট অত্র সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে লেনিনের সংবিধান জারীর পর বুর্জোয়া সাংবিধানিক নীতিতেও উল্লেখিত ডিক্রি বা ডিক্রি বলে গঠিত কোর্ট কার্যকর থাকার সুযোগ নাই।

সংবিধানে সংযুক্ত না হয়েও যদি ইত:পুর্বেকার ডিক্রিগুলো জারী ও কার্যকর থাকে তবে লেনিনের সংবিধানের কার্যকরতা যেমন থাকে না তেমন সংবিধানই যদি রাশিয়ার সুপ্রিম আইন হয়ে থাকে তবে সংবিধানপুর্ব ডিক্রি সমুহ অকার্যকর হয় বলেই মহাপ্রভু লেনিন তাঁর প্রয়োজনমতো যখন যেমন প্রয়োজন তেমন ডিক্রি বা সংবিধান জারী করতে সংবিধান সম্মতভাবে অক্ষম ও অযোগ্য হলেও তিনি স্বীয় ইচ্ছামতো যেমন নানান ডিক্রি জারী করেছেন তেমন স্বীয় সংবিধানখানিকেও তদমর্মে আমলে নেন নাই হেতু লেনিন কার্যত স্বীয় সংবিধান ও স্বীয় জারীকৃত ডিক্রি কোনটাই যথার্থভাবে বহাল ও কার্যকর করেন নাই বলে লেনিনের রাশিয়ায় লেনিনের স্বেচ্ছাচারীতামুলক হুকুম-নির্দেশ ব্যতীত খোদ লেনিনের সংবিধান বা ডিক্রি কোনটাই প্রকৃতার্থে কার্যকর ছিল না।

অত:পর, লেনিনের এতদ্বিষয়ক ডিক্রি এবং অত্র সংবিধান যে পরস্পর সামঞ্জস্যপুর্ণ ও সাযুয্যপুর্ণ নয় তাওতো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত । অর্থাৎ সোভিয়েত সরকারের চেয়ারম্যান লেনিন সাহেব যখন যেরূপ মনে করতেন সেরূপ বিচার বা বিচারকার্য সম্পাদনে তাঁর অনুগত ও অনুগামী বিচারক-জজ নিয়োগ দিতেন এবং কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সাধন অর্থাৎ লেনিন বা লেনিনবাদীরা যেভাবে চাইতেন বিচারকরা সেভাবেই আদালতের সিদ্ধান্ত দিতেন। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হওয়ার পর একদা লেনিনবাদী সমেত অসংখ্য মানুষ যে লেনিনীয় চেকা সহ নানান বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন তার তথ্য-উপাত্ততো এখন ওয়েব চার্চ করলেই পাওয়া যায় । তাছাড়া ষ্ট্যালিনের রাজনৈতিক অভিলাস মতো প্রদত্ত ঐতিহাসিক " মস্কো ট্রায়ালে" লেনিনের মন্ত্রী সভার সদস্যসহ যে সকল পার্টি কর্তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে পরবর্তীতে বেকসুর খালস দিয়েছে ক্রুচেভ সহ পরবর্তী লেনিনবাদী সোভিয়েত সরকার প্রধানরা । কাজেই, বুর্জোয়া জুরুস্প্রুডেন্স মতো অন্তত লোক দেখানো ন্যায় বিচার ইত্যাদি আদলে বিচারকদের বিচার কার্যে স্বাধীনতা প্রদান সমেত বিচার কর্তাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বা বিচার কার্যে বিচারকদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতি কল্পেও সাধারণ রীতি-নীতির তোয়াক্কাও করেননি লেনিন ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতাধর লেনিবাদীরা।

অথচ, রুশ সম্রাট জারের ১৯০৬ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৭,৩০,৩১,৩২ ও ৭৩ এর সম্মিলিত পাঠের নির্গলিতার্থ হচ্ছে- প্রজাগণের কাউকে আইনানুগ কর্তৃত্ব ও পন্থা

ব্যতীত আটক –গ্রেফতার ও বিচার করা যাবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে যে আইন ছিল না তেমন আইনকে ভূতাপেক্ষতার তত্ত্বে আমলে নেওয়া যাবে না । আর সম্রাট হাম্মুরাবী তার কোর্ডে সুনির্দিষ্ট অপরাধের দায়ে সুনির্দিষ্ট দন্ড বা ক্ষতিপূরণের বিধান যেমন দিয়েছেন তেমন বিধিমতো যাতে বিচারকার্য নির্ভুল হয় সে জন্য বিচারকদের কেবল দায়বদ্ধই করেননি বরং "ভুল" সিদ্ধান্তের দায়ে বিচারকদেরকেও দন্ডযোগ্য ও বিচার কার্যে আমৃত্যু অযোগ্য ঘোষণা করেছেন মর্মে বিধি এই:

"5. If a judge try a case, reach a decision, and present his judgment in writing; if later error shall appear in his decision, and it be through his own fault, then he shall pay twelve times the fine set by him in the case, and he shall be publicly removed from the judge's bench, and never again shall he sit there to render judgement."

এবং " আঘাত" ও "দুর্ব্যবহার" জনিত কারণে কারাগারে মৃত্যুও দন্ডনীয় করে জারীকৃত হাম্মুরাবীর কোডে বর্ণিত এই:

"116. If the prisoner die in prison from blows or maltreatment, the master of the prisoner shall convict the merchant before the judge. If he was a free-born man, the son of the merchant shall be put to death; if it was a slave, he shall pay onethird of a mina of gold, and all that the master of the prisoner gave he shall forfeit."

কিন্তু লেনিন,ষ্ট্যালিন ও মাওরা তাঁদের একদা নিকটতম সহযোগীদেরকেও হত্যা-নিপীড়ন করার জন্য কারাগারকেই উপযুক্ত স্থান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অত:পর, কে বেশীমাত্রায় বর্বর –হাম্মুরাবী না লেনিন-মাওরা; আর লেনিন সাহেবের সংবিধান না কি হাম্মুরাবীর কোড, কোনটি অধিতর জঘন্য ?

(ঙ) অত্র সংবিধানের সেকশন- ৩৩ এ বর্ণিত আছে সর্ব রুশীয় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি তার নিজস্ব ডিক্রি ইস্যু করতে পারবে এবং সেকশন-৩৮ এ বর্ণিত আছে পিপলস কমিশার ডিক্রি ইস্যু করতে পারবেন। কিন্তু ইস্যুকৃত ডিক্রি সমুহ সাময়িক না কি স্থায়ী বা সাংবিধানিক আইনের মর্যাদাসম্পন্ন নাকি বিশেষ বা সাধারণ আইনের সমতূল্য বলে বিবেচিত হইবে তা কোথাও বলা হয়নি। অথবা, ডিক্রি সমুহের কার্যকাল ও কার্যকরতা সম্পর্কেও কিছুই উল্লেখিত নাই। অথবা, ডিক্রি কখন কি অবস্থায় জারী বা রহিত বা বাতিল করা যাবে তাও বিবৃত হয় নাই। অথবা, ডিক্রি সমুহ যদি সংবিধানের সহিত সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা বৈরী হয় তখন ডিক্রি সমুহের ভাগ্য কি হবে তাও কোথাও বর্ণিত নাই। অথবা, অত্র সংবিধান গৃহীত হওয়ার পুর্বে জারীকৃত ডিক্রি সমুহ সংবিধান জারী ও বলবত হওয়ার পরও বলবত থাকবে কি না, থাকলে তা সংবিধানের অংশ হিসাবে গণ্য হবে না কি সাধারণ আইনের পর্যায়ভুক্ত থাকবে বা ডিক্রি সমুহের ধারাবাহিকতা আদৌ রক্ষিত হবে কি না তদমর্মে কিছুই বর্ণিত নাই।

উল্লেখ্য - যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ডিক্রি জারীর বিধান নাই। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৯৩ মতো সংসদ অধিবেশনের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি শর্তসাপেক্ষ অধ্যাদেশ জারী করতে পারেন। তবে- সংসদের পরবর্তী অধিবেশনেই তা অনুমোদিত না হলে তা আইনের কার্যকারিতা হারায়। আবার অনুচ্ছেদ-১০২ মতে তদমর্মে দায়েরী রীট আবদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট অনুরূপ অধ্যাদেশের বৈধতা নিয়ে আদেশ দিতে ক্ষমতাবান। এবং বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে সকল আদেশ প্রদান করা হয়েছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা বা রহিত-অকার্যকরতা বিধান করা হয়েছে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৫০ ও অনুচ্ছেদ-১৫১ এবং প্রথম ও চতুর্থ তফসিলভুক্তকরণের মাধ্যমে। কিন্তু, সোভিয়েতের সংবিধানে এমন বিধি-ব্যবস্থা নাই।

অথচ, বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করার পর হতে সংবিধান গ্রহণ ও বহাল এবং বলবত করার পরও বহু ডিক্রি ইস্যু করেছেন স্বয়ং লেনিন। অত:পর, ডিক্রি এবং অত্র সংবিধান কোনটি কার্যকর ছিল লেনিনের সোভিয়েতে? এমনকি পূর্বে জারীকৃত ডিক্রিরতো বটেই অত্র সংবিধানের সহিতও সাংঘর্ষিক বা পরিপন্থী ডিক্রিও লেনিন মহোদয় ইস্যু করেছিলেন। যেমন ভূমি ডিক্রি বলে কৃষি উপকরণ ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী খাতে রাষ্ট্রীয় মনোপলি নিশ্চিত করা হয়েছিল। আবার অত্র সংবিধানের সেকশন ৩ দ্বারা যেমন কৃষি-শিল্প ইত্যাদি খাতের রাষ্ট্রীয়করণ নিশ্চিত করা হয়েছে তেমন রাষ্ট্রীয় খাতের মনোপলি নিশ্চিতিকল্পে নাগরিকগণের অধিকার সংকচোনে রাজনৈতিক দন্ড হিসাবে অত্র সংবিধানের ৬৪ নং সেকশনে বলা আছে -যে ব্যক্তি ভাড়ায় শ্রমিক নিয়োগ করবে; কাজ ছাড়া আয় অর্থাৎ পুঁজির সুদ বা সম্পত্তির আয় ভোগ করবে; প্রাইভেট মার্চেন্ট ও ব্যবসায়ী দালাল প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ সোভিয়েতের কোন পদ-পদবীতে প্রার্থী হতে বা ভোট দিতে পারবে না।

কিন্তু, লেনিনের প্রস্তাবমতো সর্ব রুশীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ১০ম কংগ্রেসে " নয়া অর্থনৈতিক নীতি" গৃহীত হয়, যাতে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি সহ ব্যক্তি খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পুনোর্ন্মুক্ত করা হয়। তদমর্মে -২১ মার্চ, ১৯২১ এবং ২৮ মার্চ, ১৯২১ সালে যথাক্রমে যে দুটি ডিক্রি ইস্যু করা হয় তা এই:

"Decree on the Replacement of Surplus Appropriation System by the Food Tax."

"Decree on the Free Exchange, purchanse and Selling of Agriculture Goods in Guberniyas that Ended Surplus Appropriation System."

অত:পর, সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৪,এমনকি ১৯৩৬ সালেও ব্যক্তিমালিকানার অংশীদারীত্ব ও হিস্যা কি রকম ছিল তা ইতো:পূর্বে অত্র বক্ষমান নিবন্ধেই উল্লেখিত হয়েছে খোদ ষ্ট্যালিনের জবানীতে। সুতরাং, অত্র সংবিধানের সেকশন -৩ এবং সেকশন ৬৪ এর পরিপন্থী -বৈরী ও সাংঘর্ষিক উল্লেখিত ডিক্রিদ্বয় জারী ও বহাল করা হলে যে অত্র সংবিধানের অকার্যকরতা নিশ্চিত করা হয় অথবা উক্তরূপ ডিক্রি জারী করতে হলে যে, সংবিধানের উল্লেখিত সেকশনগুলো বা তদানুরূপ ধারণা বা মর্মার্থ বহণ করে এমন প্রতিটি সেকশন সংবিধান হতে বিলোপ-বাতিল করতে হয় বা তদমর্মে সংবিধানের সংশোধনী

অপরিহার্য তাও কিন্তু বিবেচনা করা হয়নি। উক্ত মর্মে কোন সংশোধনী ছাড়াই ডিক্রিগুলো জারী ও বহাল করার মাধ্যমে লেনিন কার্যত নিজেই নিজের সংবিধানের অকার্যকরতা-অপ্রয়োজনীয়তা সুনিশ্চিত করেছিল । সুতরাং রাশিয়ার ডিক্রি ও সাংবিধানিক কার্যক্রম ও ঘটনাবলীই প্রমাণ করে প্রকৃতই সংবিধান বা ডিক্রি-কোনটারই কার্যকারিতা-গুরত্ব নয়, কেবল কর্তৃত্ব ও কার্যকর করা হয়েছিল চেয়ারম্যান লেনিনের কর্তৃত্বই। কিন্তু, বর্বর হাম্মুরাবী তদানুরূপ করেছেন বলে কোন নজির নাই। সুতরাং- লেনিনের সংবিধান বর্বর হাম্মুরাবীর বিধির তুলনায় কেবল জঘন্যই নয় বরং লেনিনের সংবিধানটি হাম্মুরাবীর বিধির সহিত তুলনা করারও অযোগ্য। এবং -লেনিনও।

(চ) ৩০ টি সংশোধনী যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এ যাবৎ সংযুক্ত হলেও ১৭৮৭ সালের সংবিধানের মৌলিক কোন পরিবর্তন যেমন করা হয়নি তেমন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থী কোন সংশোধনীও তাতে স্থান পায়নি। সুইটজারল্যান্ডের সংবিধান কেবল পরিবর্তন-পরিবর্ধন নয়, এক্কেবারে বাতিল বা অংশ বিশেষ বাতিল বা একদম নতুন সংবিধান গ্রহণ-বর্জনের বিধান আছে শর্তসাপেক্ষ । অর্থাৎ সুইটজারল্যান্ডের জনগণের নামে কার্যত রাজনৈতিক নেতারা চাইলে তদানুরূপ বিধি-ব্যবস্থা যাতে করা যায় তার উপযুক্ত বিধি-বিধান দ্বারা সুইটজারল্যান্ডের বুর্জোয়ারা গণ সাবভৌমত্বের পাক্কা ব্যবস্থা করেছেন বলে দাবী করে রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পদে যে কাউকে মাত্র ১ বারের জন্য এবং ১ বছরের জন্য যোগ্য ঘোষণা করেছেন। কিন্ত সাংবিধানিক পদহীন লেনিন সাহেবের আমৃত্যু চেয়ারম্যানশীপের নির্দেশনায় প্রণীত অত্র সংবিধানে তদমর্মে উদ্ধৃত এই:

“49. The All-Russian Congress and the All-Russian Central Executive Committee deal with the questions of state, such as:

(a) Ratification and amendment of the Constitution of the Russian Socialist Federated Soviet Republic;”

অর্থাৎ অনুসমর্থন ও সংশোধন করা বৈ অত্র সংবিধান বাতিল বা নতুন সংবিধান গ্রহণের কোন সুযোগ-অবকাশ নাই। অথচ, লেনিনের মৃত্যুর মাত্র ১০ দিন পর অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারী, ১৯২৪ সালের সংবিধান দ্বারা অত্র সংবিধানকে বাতিল করা হয়েছে। আবার ১৯২৪ সালের সংবিধান সংশোধনের জন্য সাংবিধানিক কমিশন গঠিত হলেও কার্যত সংশোধন নয়, ষ্ট্যালিন একদম নতুন সংবিধান গ্রহণ ও বহাল এবং বলবত করেছেন ১৯৩৬ সালের সংবিধান। আবার ১৯৭৭ সালের সংবিধান দ্বারা ষ্ট্যালিনের সংবিধান বাতিল হয়। কিন্তু উল্লেখিত সংবিধান চতুষ্টয়ের কোনটিতে অনুরুপ বাতিল করার বিধান যেমন নাই তেমন নতুন সংবিধান গ্রহণের সুযোগও সৃষ্টি করা হয়নি। যদিচ, বর্তমান রুশ ফেডারেশনের ১৯৯৩ সালের সংবিধান দ্বারা সোভিয়েত রুশ প্রজাতন্ত্রের ১৯৭৮ সালের সংবিধান বাতিল করার বিধান সমেত গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান গ্রহণ করার বিধানাবলী বর্ণিত আছে। আবার ১৯৩৬ সালের সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিধি-বিধান যুক্ত হওয়া সহ ভোটদানকারী জনগণ যদি ষ্ট্যালিন সাহেবদের বিরুদ্ধে

মতামত প্রদান করে বা ষ্ট্যালিন সাহেবদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থা সৃষ্টি করে যা সংবিধানের ভাষায় "জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে" সংবিধানের ৪৯ নং অনুচ্ছেদ বলে সমগ্র সোভিয়েতে " মার্শাল ল' " অর্থাৎ সামরিক আইন জারীর বিহীতাদি করা আছে। অর্থাৎ নিজ কুকীর্তির গুণেই জনাব ষ্ট্যালিন নিজেও শংকিত ছিলেন যে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে তাঁরও এবং হয়েছিল। কাজেই ভীত-সন্ত্রস্ত ষ্ট্যালিনের লৌহ দৃঢ় কর্তৃত্বেও লেনিনের সোভিয়েত রাজের ষ্ট্যালিনীয় ব্রাহ্মণরা যদি বিপন্ন বোধ করে তবে কেবল রাজনৈতিক মাস্তানি-গুন্ডামি নয় একদম রাষ্ট্রিক অস্ত্রধারী গুন্ডাদের রাষ্ট্রিক গুন্ডামি দ্বারা বেতমিজ -বেয়াদপ জনগণকে তমিজ বা আদপ-কায়দায় কেতাদুরস্ত ও শান্ত করে সমগ্র দেশময় কবরের শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সত্যি সত্যি লেনিনের গণ সমতা বা জন সার্বভৌমত্বই নিশ্চিত করেছেন বটে উপযুক্ত ওস্তাদ লেনিনের পাক্কা -যোগ্য শিষ্য বিশ্বগুন্ডা ষ্ট্যালিন।

চার কোয়ার্টার বিশ্বের সম্রাট হাম্মুরাবী যুদ্ধের জন্য রাজকীয় সেনাবাহিনীতে যোগদানকে বাধ্যতামূলক করেছেন ; কিন্তু সামরিক বাহিনী দিয়ে দাসসহ মুক্ত মানুষকে শাসন করবেন-পিটাবেন বা দেশ জয়-বিজয় করা ছাড়া গণপিটুনিতে সেনা বাহিনীর ব্যবহার বা সেনা শাসনের সুযোগে পাকিস্তানের আয়ুব-ইয়াহিয়া বা আফ্রিকার ইদি আমিন-বোকাসা বা পানামার নরিয়েগা সমেত বিশ্বের তাবৎ সেনা-স্বৈর শাসকরা যে রূপ 'মার্শল ল' মূলে 'মার্শাল' গুন্ডামি-বর্বরতা করছে সেরূপ গুন্ডামি-বর্বরতা করার কোন বিধি-বিধান হাম্মুরাবীর কোডে বর্ণিত নাই।

অত:পর, লেনিন-ষ্ট্যালিনদের আদলে চীন, ভিয়েতনাম-কোরিয়া ইত্যকার সকল লেনিনবাদীরা পুন:পুন সংবিধান জারী ও বাতিল করেছেন- এজ ইফ সংবিধান যেমন যখন খুশি তেমন করার মতোই একটি কাগুজে বস্তুমাত্র । আর যদি কোন সংবিধান অমন খুশির কাগুজে বস্তুই হয় তবে সেটি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন নয়, এমনকি একটি নাট-বল্টু বা স্ক্রু ও কি ঠিক-ঠাক মতো তৈরী করা যায়? কাজেই, গণ সমতা ও জন সার্বভৌমত্বের নীতি প্রতিষ্ঠার দোহাইতে লেনিনরা যে, ইতিহাসের নজির বিহীন এক বর্বর-জঘন্য দাসতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ গঠন করে সমগ্র সোভিয়েতের শ্রমিকশ্রেণীতো বটেই আজকের বিশ্বের সকল দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমজীবী মানুষের সকল দুর্দশা-দুর্ভোগ ও শান্তিকামী মানুষের যাবতীয় অশান্তি পত্তন ও সৃষ্টি এবং প্রসারে মৃতপ্রায় বিপন্ন পুঁজিবাদের কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে বৈশ্বিক লর্ড দি ফান্ড প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে তা-কি মাত্র ব্যবিলনের সম্রাট হাম্মুরাবী দুনিয়ার সকল মানুষের নিমিত্তে করতে পেরেছিল? সুতরাং- হাম্মুরাবী না লেনিন- কার বিধি-বিধান অধিকতর জঘন্য ?

(ছ) কয়লা ধুলে যেমন ময়লা যায় না তেমন শ্রমজীবী মানুষের জন্য রাষ্ট্র ক্ষতি বৈ কল্যাণকর নয়, অথবা রাষ্ট্রের সংস্কার বা আধুনিকায়ন বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাহাই- নামকরণ করা হোক না কেন দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত হতে পারে না রাষ্ট্র। কারণ-পরজীবীতার কর্মসহ জন্মসূত্রেই রাষ্ট্র দুর্নীতি ও শোষণের জন্মদাতা ও রক্ষক। কাজেই সেনা-পুলিশ ও কোর্ট-কাচারী সহ তাবৎ পরজীবীগোত্র নিয়ে রাষ্ট্র

যতক্ষণ টিকে থাকবে ততোক্ষণ মানবজাতি শোষণমুক্ত হওয়ার যেমন সুযোগ নাই তেমন হতে পারবে না মুক্ত-স্বাধীন । যদিচ, বুর্জোয়া বিকাশে প্রতিবন্ধক সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত ও উচ্ছেদে -মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল উদ্বৃত্ত-মুল্য শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী। অথচ, ভূমি দাসত্বের অবসানে মজুরি দাসত্বের জন্ম দিয়েছিল পুঁজিবাদই।কারণ- পুঁজি সৃষ্টির শর্তই মজুরি দাসত্ব। মজুরি দাসদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মুল্য দ্বারাই পুঁজি গঠিত হয়। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্থির পুঁজি তথা উৎপাদনের উপায়, কাঁচামাল, সহায়ক দ্রব্যাদি ও শ্রমের হাতিয়ার হতে কোন মুল্য সৃষ্টি হয় না, যদিও ওসকল জিনিষ ক্রয়ে পুঁজি বিনিয়োজিত হয় এবং সে পুঁজিও আদিতে উদ্বৃত্ত-মুল্য।

অত:পর, স্থির পুঁজিতে কেবলমাত্র শ্রমিকের শ্রম শক্তি যুক্ত করা হলেই পণ্য উৎপন্ন হয়। এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারে শ্রমের তুল্য মুল্যে বিক্রি হয় বলেই শ্রমের তারতম্য অনুযায়ী পণ্যের দামেরও তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং, স্থায়ী পুঁজিতে সংযুক্ত শ্রমের পরিপূর্ণ বা সম পরিমাণ মুল্যই শ্রমিককে প্রদান করা হলে উৎপাদিত পণ্য হতে কোন প্রকার হিস্যা বা অংশ পাওয়ার সুযোগ নাই পুঁজিপতি শ্রেণীর। কিন্তু এমন শূন্য পরিমাণ অংশীদারীত্বের জন্য পুঁজিপতিশ্রেণী উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে কেন। কাজেই, পুঁজিপতিশ্রেণী উৎপাদিত পণ্য হতে কিছু হিস্যা নিতে হলে ঠকাতে হবে শ্রমিককেই অর্থাৎ শ্রমিককে তার শ্রম শক্তির দাম যতটা মাত্রায় কম দেওয়া যাবে ঠিক ততোটা মাত্রায় পণ্য মুল্য তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য পুঁজিপতিশ্রেণী পাবে।

যেমন একটি কলম উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল, বাজার হতে ক্রয় করে কলম না বানিয়ে পুঁজিপতি তা আবার বাজারে বিক্রি করলে তাতে নতুন মুল্য সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নাই। আবার, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সহায়ক দ্রব্যাদি সহ উৎপাদনের হাতিয়ার ব্যবহারে ইউনিট প্রতি যে খরচ হয় তা হতেও নতুন মুল্য সৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই, কলমটি উৎপন্নে বর্ণিত খাতে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ব্যবহারে খরচ ও সহায়ক দ্রব্যাদির খরচের যোগফল যদি ১০ টাকা হয় আর স্বাভাবিক বাজারে যদি কলমটি ২০ টাকায় বিক্রি হয় তবে স্থির পুঁজির হিস্যা ১০ টাকা এবং অস্থির পুঁজির পরিমাণ হচ্ছে ১০ টাকা যা মূলত সৃষ্টি হয়েছে শ্রম শক্তির সংযুক্তিতে। অথচ, বেঁচে থেকে আবারো শ্রমশক্তি বিক্রির নিমিত্তে জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি হিসাবে ঐ ১০ টাকা হতে শ্রমিককে মাত্র -২টাকা দিয়ে অবশিষ্ট ৮ টাকা সুদ-মুনাফা ও খাজনার অজুহাতে পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে। শিল্পপতি, ব্যাংকার, বাণিজ্যজীবী ও রাষ্ট্রজীবী এরা- এই পরজীবীগোত্রই ভাগ-বাটোয়ারা করে ২০ টাকা মুল্যের কলমটি হতে শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মুল্য তথা ৮ টাকা আত্মসাৎ করার মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীকে অদেয় ৮ টাকা পরিমাণ শোষণ করেছে এবং এরূপ শোষণ প্রক্রিয়াই গঠিত-পুঞ্জিভূত হয় পুঁজি।

কিন্তু উদ্বৃত্ত-মুল্য বা শ্রমিকের অদেয় মুল্যই পুঁজি বিধায় পণ্যের পুনরুৎপাদন ও পুঁজির সঞ্চালন ব্যতীত যেমন উদ্বৃত্ত-মুল্য সৃষ্টি হতে পারে না তেমন পুঁজি সৃষ্টি বা গঠিত হতে পারে না। অত:পর পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজি বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় বলে পণ্য উৎপাদন ও পুঁজি সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন উপকরণের উদ্ভাবন ও ব্যবহার দ্বারা

পুঁজি নিত্যই একদিকে যেমন শুরুতে স্বাধীন কারিগর ও কৃষক শ্রেণীকে স্বীয় মালিকানা হতে নি:স্ব করে কেবলই শ্রমিকে পরিণত করেছে তেমন সমগ্র বিশ্বকে করায়ত্ত ও পুঁজিবাদী ধাঁচে গড়ে তুললেও পুঁজিপতিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে মালিকানা হীনে পরিণত করে। ফলে-বিশ্ব জয়ী পুঁজিবাদের সুবিধাভোগী পুঁজিপতিশ্রেণীর একটি অংশও সম্পত্তির মালিকানা হারায়, অন্যদিকে- কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্যের জন্য প্রতিযোগিতামূলক তথা নৈরাজ্যিক উৎপাদনের কারণে অতি উৎপাদন সংকটে নিপতিত হয় গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য- মার্কসের পুঁজি গ্রন্থের তথ্যমতে- ইংলন্ডের তূলা শিল্পখাতের মালিকরা সমগ্র বিশ্ব বাজারে একচেটিয়া ভোগ করা সত্ত্বেও ১৮১৫ হতে ১৮২১ সাল পর্যন্ত মন্দায় কাটায়। অনুরূপ মন্দা অবস্থায় অর্থাৎ উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য বাজারজাত করতে না পেরে পুঁজিপতিশ্রেণী কেবলই শ্রমিকশ্রেণীকেই চাকুরীচ্যুত করাসহ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করে না বরং নিজেরাও নিজেদের পণ্য ইত্যাদি ধ্বংস করে থাকে। এবং শেষত পুঁজির প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র বিসর্জন দিয়ে গড়ে তোলে সিন্ডিকেট। অর্থাৎ পুঁজিবাদ স্বীয় সৃষ্ট উৎপাদন উপকরণের সামাজিক চাহিদা মতো ব্যক্তিমালিকানার স্থলে সীমিত পরিসরে ও সামান্য পরিমানে হলেও সামাজিক রূপ লাভ করে। এটিই পুঁজির ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ও পরাজয়।

পুঁজির শর্ত মতোই নিত্যই উৎপাদন উপকরণের আধুনিকায়ন ও রূপান্তর সাধনের মাধ্যমে নতুন নতুন উৎপাদন শক্তির ব্যবহারে উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য বাজারজাতকরণে পুঁজিবাদের অযোগ্যতায় অথচ, নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণের পরিপূর্ণ ব্যবহার্যতা নিশ্চিতিতে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পর্কাধীন বন্টন ব্যবস্থা ধ্বংস করে নতুন নতুন উৎপাদনী উপকরণের সামাজিক চরিত্রমতো নবতর সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে উৎপাদনী হাতিয়ারের বিদ্রোহই হচ্ছে মূলত পুঁজিবাদী মন্দা। যতবার অনুরূপ মন্দায় নিপতিত হয় পুঁজিবাদ ততোবারই অসংখ্য শ্রমিকের সাথে বহু পুঁজিপতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে পুঁজিবাদ । ফলে- অনেক পুঁজিপতি মালিকানা হারিয়ে নি:স্ব হয়। এরূপ নি:স্বকরণের পরিণতিতে পুঁজিপতিশ্রেণী নি:শেষিত হবে সংখ্যাধিক্য শ্রমিকশ্রেণীর নিকট এটিই নিরাকরণের নিরাকরণ । অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ রূপান্তরিত হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে ।

অতএব, সমাজ পরিবর্তনের বিষয়টি অতিতেও যেমন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন বা মহান প্রতিভাধর ব্যক্তির মহান কীর্তি ছিল না বরং সমাজে সৃষ্ট নতুন নতুন উৎপাদনী উপকরণের সহিত সামঞ্জস্যহীন ও বৈরী পুরানো সমাজব্যবস্থার সাংঘর্ষিতায় অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে ইতিহাসে প্রতিটি সমাজ পরিবর্তিত ও গঠিত হয়েছে তেমনই বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্মশর্ত বা বিশেষ বিশেষ গুণ-যোগ্যতা বা প্রতিভার বলে বা ফরমায়েশে নয় বরং, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী চৈতন্য বা শ্রমজীবী মানুষের সমাজ পরিবর্তন বা সমাজ বিবর্তন ও ভবিষ্যত সমাজের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান-চৈতন্য জানা-বুঝার মাধ্যমে পরিবর্তিত সমাজ কিরূপ হবে তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাসমেত তদ্রুপ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় তৎপরতায় ব্যক্তি

বা শ্রেণী বিশেষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেমন নতুন সমাজ প্রতাশী মানুষের সচেতন ও সংগঠিত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা বা সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের আন্ত:বৈরীতায় তথা ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে সামাজিক মালিকানার দাবীতে উৎপাদনী উপকরণের পুন:পুন বিদ্রোহের পরিণতিতেই পুঁজিবাদের বিলোপ ও পুঁজিপতি শ্রেণীর বিনাশ ও বিলীন হওয়াটাই যেমন পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পরিণতি তেমন আধুনিক উপকরণ সমুহের সামাজিক চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহায়ক এবং সহগামী সমাজিক বোধ ও চরিত্র সম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণীর একাত্মতায় এবং সমরূপ বিদ্রোহে অনিবার্যভাবে জন্ম নিবে বা প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র। রাজনৈতিক শক্তি বিশেষ সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে তরান্বিত বা বিলম্বিত বা বিভ্রান্ত করতে পারলেও প্রকৃতার্থেই সমাজ পরিবর্তনের নিয়মেই সমাজ পরিবর্তন হয় বিধায় সমাজতন্ত্রের বিজয় বা অনিবার্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতাকে চূড়ান্তভাবে বাতিল বা খারিজ করার যেমন সুযোগ নাই তেমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের ইচ্ছা বা ফরমায়েশ মতো যখন-তখন যেখানে -সেখানে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণও করা যায় না। এবং পুঁজিবাদ একক রাষ্ট্র বা দেশের নয় বরং বিষয় বটে সমগ্র বিশ্বের বা বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন নয়, একদম পুঁজি-পণ্যের একই সুতায় বাঁধা পুঁজিবাদই ইতিহাসে একমাত্র প্রত্যক্ষ বৈশ্বিক ব্যবস্থা বিধায় পুঁজিবাদেরই সৃষ্ট শ্রমিকশ্রেণীও কেবলমাত্র শ্রম সূত্রে বৈশ্বিক পরিসরে বৈশ্বিকভাবে সংগ্রথিত হেতু বৈশ্বিক পুঁজিবাদকে পরাজিতও করতে হবে বৈশ্বিকভাবেই ।

সর্বপুরি- বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশে ও বিপরীতে সমাজতন্ত্রও সন্দেহাতীতভাবে একটি বৈশ্বিক সমাজ ব্যবস্থা । কাজেই, শ্রেণীহীন-রাষ্ট্রহীন বৈশ্বিক সমাজই সাম্যবাদী সমাজ বিধায় সমাজতন্ত্রও স্থানীয় বা জাতিগত বিষয় নয়,বা জাতীয় চৌহদ্দি বা রাষ্ট্রিক গন্ডীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগহীনতায় সমাজতন্ত্র অতি অবশ্যই বৈশ্বিক বিষয় হেতু দেশ বিশেষ বা একটিমাত্র দেশে ও রাষ্ট্রিক কাঠামো-গন্ডিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লেনিননীয় ফতোয়ায় মার্কস কর্তৃক আবিস্কৃত মানব ইতিহাস বিকাশ ও পরিবর্তনের সূত্র যা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত- "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাসই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।" বক্তব্যের সহিত সম্পূর্ণত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বৈরীতাপূর্ণ হেতু লেনিন কেবল বিশ্বাসঘাতকই নয়ই বরং মার্কসবাদের আবরণ ব্যবহার করে মার্কসের অনুগামী হিসাবে নিজেকে দাবী ও জাহির করে কার্যত মার্কসের উদ্ঘাটিত উল্লেখিত শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে প্রতারণা ও জালিয়াতিমুলে অস্বীকার-অকার্যকর করেছেন বিধায় প্রতারকও ।

অত:পর, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ অবসান ঘটবে কেবলমাত্র পুঁজিবাদের বিনাশের সূত্র- নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ দুনিয়া হতে বিলুপ্ত হবে পুঁজিবাদ তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ প্রদানকারী ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পর্কের সুবিধাভোগী পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিপতিশ্রেণীর রক্ষক রাষ্ট্রও বিলীন ও বিলুপ্ত হবে হেতু মানবজাতি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে লাভ করবে শ্রেণীহীন -রাষ্ট্রহীন এক বৈশ্বিক তথা সাম্যবাদী সমাজ। অনরূপ তত্ত্ব কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে ঘোষিত ও পরবর্তীতে পুঁজিগ্রন্থে মার্কস পুংখানুপুংখ ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ এবং যাবতীয় তথ্য-প্রমাণসমেত উপস্থাপন করেছেন। এ্যাংগেলসও তাঁর

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং পরিবার, ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সহ বহু রচনায় পরিপূর্ণভাবে ও সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সূত্রায়ণ করেছেন। প্যারী কমিউন অনুরূপ তত্ত্বকে যথার্থ ও সঠিক মর্মে প্রমাণ করেছে।

অত:পর, ইউরোপের সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে পুঁজি বিকাশে প্রধান প্রতিবন্ধক রুশ সম্রাট জার স্বীয় সীমানাভুক্ত দাসদের যুদ্ধা বানিয়ে কার্যত প্রতিপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পুঁজিবাদীদের পক্ষে-বিপক্ষে সেনা ভাড়া দিয়ে যুদ্ধের বিনিময়ে যুদ্ধা দাস সহ নিজের জন্যও আয়-রোজগার করতেন । এহেন যুদ্ধবাজ বর্বর জারের রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটন বা সমাজতন্ত্র যে, প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং কেবলমাত্র যৌথভাবে ফ্রান্স-ইংলন্ড ও জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পশ্চিম ইউরোপব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের শর্তেই রাশিয়ার বিপ্লব বা সমাজতন্ত্র গতি ও সফলতা লাভ করতে পারে বলে মার্কস ও এ্যাংগেলস,দু'জনেই সহমত পোষণ করেছেন।

কিন্তু রুশ মার্কসবাদী লেনিনের বলশেভিক পার্টি মার্কসের উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব সহ সমাজ বিকাশের নিয়ম সম্পর্কিত শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে অগ্রাহ্য কার্যত অস্বীকার করে কেবলমাত্র লেনিনীয় প্রতিভামূলে যুদ্ধবাজ জারের নীতিহীন-ভাড়া খাটা সেনাবাহিনীর বলশেভিক যুদ্ধাদের সামরিক ক্ষমতায় কেবলমাত্র রাশিয়ায় এক ফরমায়েশী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের বানোয়াটি- ভুয়া তত্ত্ব হাজির করেন প্রতারক-বিশ্বাসঘাতক লেনিন।

অত:পর, লেনিন- তাঁর সংবিধানের সেকশন-৩ দ্বারা স্বাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের অবসান ঘটাতে ভুমির ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ করা সহ শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্যখাতের জাতীয়করণ করেছেন। এবং প্রাইভেট সেক্টরের যাবতীয় কার্যক্রম তথা ব্যবসা-বাণিজ্য বা ভাড়ায় শ্রমিক খাটিয়ে উৎপাদন বা কুসীদজীবীতা দন্ডনীয় গণ্যে অত্র সংবিধানেই সেকশন -৬৪ লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিন্তু গৃহযুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় মনোপলির হেতুবাদে ১৯২০ সালের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করায় এবং রাষ্ট্রীয় গুন্ডামির মাধ্যমে অর্থাৎ রিলিফ চুরি,বন্টন-বিপননে জালিয়াতি-জুচ্চোরি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি ও ঘুষ ইত্যকার কুকর্মের মাধ্যমে রাষ্ট্রজীবীদের আয়কৃত অর্থ ব্যবহার করতে অতিতের শত্রু কুলাক বা ধনী কৃষক ও প্রাইভেট খাতের ব্যবসায়ী-বাণিজ্যজীবী ও শিল্পপতিদের পুন: প্রাইভেট খাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা পরিচালনা তথা ভাড়ায় শ্রমিক নিয়োগ অর্থাৎ ব্যক্তি পর্যায়েও মজুরি দাসত্ব পুনর্বহাল ও চালু করে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের বিধি-ব্যবস্থা স্বরূপ ১৯২১ সালে "নিউ ইকোনোমিক পলিসি" চালু ও কার্যকর করেছেন। উল্লেখ্য- ১৯২০ সালের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় রিলিফ প্রদানকারী ইংলন্ড-আমেরিকা রুশ বলশেভিকদের রিলিফ চুরির তথ্য-প্রমাণ হারিজ করে রিলিফ প্রদান কর্মসূচীই স্থগিত করেছিল এবং লন্ডনের বাজারে রিলিফের মালামাল পাওয়া গিয়েছিল। লেনিন মহোদয়ও তা কবুল করলেন এবং "সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য" পুস্তকে লিখে জানালেন- রুশের শ্রমিকশ্রেণী খারাপ, রুশের জনগণ চোর-দুনীতিবাজ বা কালোবাজারী ধাঁওবাজ এবং রুশে সমাজতন্ত্র

বানানোর উপযুক্ত ভিত্তিভূমি নাই। তবে, কেবলমাত্র লেনিনের বিরল প্রতিভার পরম বুদ্ধিমত্তার অপ্রতিহত কেরামতি ও ভুবনমোহিনী চমৎকারিত্বে রুশ বলশেভিকরা যদি বিদেশী পুঁজি ও জারীয় দুর্নীতিবাজ আমলাচক্রকে সেলামি দিয়ে – বিদেশী পুঁজি ও দেশীয় দুর্বৃত্ত আমলাচক্রকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় তবে রাশিয়াই রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ যা লেনিনীয় সমাজতন্ত্র, তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন জনাব লেনিনের রুশীয় বলশেভিক বর্বর পরজীবী গোত্র।

তবে, সাপ্তাহিক ছুটির দিন বিনা মজুরিতে রাষ্ট্রের জন্য শ্রমশক্তি ব্যয়ে বাধ্য করতে লেনিন মহোদয় " মহান উদ্যোগ" শিরোনামে ২৮ জুন,১৯১৯ সালে লিখলেন এক প্রতারণামূলক নিবন্ধ। যতবেশী শ্রমঘন্টা শ্রমিককে খাটানো যায় ততোবেশী উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ হয় বলেই পুঁজিবাদের শুরু হতেই ১৪-১৬ ঘন্টা শ্রমিককে কাজে খাটাত ইংলন্ডের পুঁজিপতিরা। শ্রম ঘন্টা কমানোর জন্য আন্দোলন করে ইউরোপের শ্রমিকরা এবং যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর শ্রমিক আন্দোলন সমেত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রস্তাব ও তদমর্মে লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে দৈনিক ৮ ঘন্টা শ্রমদিবসের আইন ইউরোপ সহ দুনিয়ার বহু দেশ কার্যকর করেছে। এবং মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থে শ্রমঘন্টা ও শ্রমিক আন্দোলন এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা বিষয়ে প্রচুর সরকারী রেকর্ডপত্র হাজির করে উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্বের যাবতীয় উপাদান-উপকরণ উপস্থিত করেছেন। অথচ, মার্কসবাদী লেনিন সামন্ত আমলের বেগারীর মতোই মহান উদ্যোগ নামে- " কমিউনিষ্ট শনিবার" চালু করে নিরীহ শ্রমিকশ্রেণীকে কি ভয়ানকভাবে শোষণ করেছিলেন তা অনুমান করাই বাঞ্চনীয়।

সমাজতন্ত্রের আবরণে অথচ পুঁজি ও পুঁজিবাদের স্বার্থে ও স্বপক্ষে গৃহীত লেনিনের " নয়া অর্থনৈতিক নীতির" সুফলভোগী পরজীবী রুশীয় বলশেভিকরা যে কি পরিমান ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল এমনকি ১৯২৮ সালে ষ্ট্যালিনের কালেক্টিভাইজেশন নীতির পরও ১৯৩৬ সালেও সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট শিল্পখাতের অন্ত:ত ২০% প্রাইভেট খাতে থাকার প্রমাণ ষ্ট্যালিনীয় বিবরণ দ্বারাই তা নিশ্চিত হয়। তাছাড়া- নিউ ইকোনোমিক পলিসি'র সুবিধাভোগীদের প্রাইভেট প্রপার্টি বংশ পরম্পরায় পারিবারিকভাবে ভোগ-দখল করার জন্যই লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন ১৯৩৬ সালের সংবিধানে তদমর্মে বিহীতাদি সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ উত্তরাধিকার সহ প্রাইভেট প্রপার্টি রাইট সংবিধানে অনুমোদিত ও স্বীকৃত হয়। আবার ক্রুচেভরা ষ্ট্যালিনের পার্সোনাল কাল্টিজমের বিরোধীতা করলেও ১৯৭৭ সালের সংবিধান দ্বারা প্রাইভেট ওনারশীপের রাজনৈতিক সুবিধাদিও প্রদান করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এবং যথার্থভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাইভেট পুঁজির উপযুক্ত সঞ্চলন নিশ্চিতিকল্পে ১৯৯৩ সালের রুশ ফেডারেশনের সংবিধানে কার্যকর বিহীত করা হয়েছে বলেই ষ্ট্যালিন বা ক্রুচেভদের ভুল-ভ্রান্তি বা বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের হামলা-আক্রমনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেংগে টুকরো টুকরো হয়নি বা বর্তমান পুঁজিবাদী রুশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যা' হয়েছে তা প্রকৃতই এবং কার্যতই লেনিনবাদী নীতির পরিণতি। তবু, লেনিনের স্বীয় দাবীমতো তিনি " পীড়িত পুঁজিপতির" সমর্থক-রক্ষক হয়েও লেনিনবাদী ভাষায়-বিশ্বের শোষিত মানুষের বিশ্ব নেতা বটে মি: লেনিন ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি স্বীকৃতিতে গৃহীত বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০ দ্বারাও " মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ অবসানে সাম্যবাদী সমাজ " প্রতিষ্ঠা এবং অনুচ্ছেদ -১৩ দ্বারা রাষ্ট্রীয়খাতকে জনগণের মালিকানার প্রধান খাত গণ্যে ব্যক্তিমালিকানাকে আইন দ্বারা সীমিত করে ৩য় শ্রেণীভুক্ত করা হল। সেমর্মে- ১৯৭৩ সালের শিল্প নীতিতে ২৫ লাখ টাকার বিনিয়োগ সীমা নির্দিষ্ট করা হল। কিন্তু, ক্ষমতাসীন দলের লুট-পাট, চুরি-চামারি এতটাই বেড়েছিল যে, দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবও রিলিফ সামগ্রী হিসাবে তাঁর নিজের কম্বল না পাওয়ার তথ্য প্রকাশ সহ তাঁর চারপাশের লোকজনকে চোর বলেছিলেন প্রকাশ্যে । এরূপ চুরি-চামারী ও গুন্ডামীর ফলে সৃষ্ট ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে কয়েকলাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল এবং ডাষ্টবিনে বা রাজধানীর রাজপথে হোটেল -রেষ্টুরেন্টের বর্জ্য ও পরিত্যাক্ত খাবার নিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষ আর কুকুর-কাকের লড়াইয়ের চিত্র আর বস্ত্রাভাবে মাছ ধরার জাল পরিহিত অসহায় গ্রাম্য বাসন্তীর ছবি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার সংবাদপত্রে।

অত:পর, 'এক নেতার এক দেশ-বংগবন্ধুর বাংলাদেশ' তথা 'বংগবন্ধুর সোনার বাংলা' গড়তে সোনার মানুষের সন্ধান করে শেখ মুজিবই তাঁর চারপাশের চোরদের কর্তৃত্ব বহাল রেখেই লেনিনের আদলে একদলীয় শাসন ও নিজেই দলীয় ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব বিনা ভোটে-বিনা নির্বাচনে কেবলই বাংলাদেশের সংবিধানের অসাংবিধানিক চতুর্থ সংশোধনী মূলে ও বলে গ্রহণ করেন। আই.এম.এফের শর্তে মুদ্রামান হ্রাস করা সহ বিদেশী পুঁজির উপর লেনিনের মতোই নির্ভরশীল হয়ে প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ সীমা পর্যায়ক্রমে কোটির অংকে নির্ধারণ করেন শেখ মুজিব। অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বাধীন চোরগণ ইত:মধ্যে কেউ কেউ অনূন্য কোটি টাকা হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে । সেক্ষেত্রে লুন্ঠনের অন্যতম প্রধান ভান্ডার ছিল রাষ্ট্রীয় খাত । তবে, ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবকে হত্যার পর সামরিক ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনতাইকারীদের প্রধান পান্ডার ঘোষণায় বিনিয়োগ সীমা ১০ কোটি টাকায় উন্নীত হয় এবং পরবর্তীতে সেনা শাসকগণ বিনিয়োগ সীমা কেবল তুলেই দেয়নি বরং বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের শর্তে বেসরকারীকরণে লেনিনের ষ্ট্যাইলেই "নয়া শিল্প নীতি" গ্রহণ ও কার্যকর করে; এবং শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার সরকার বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত বাজার অর্থনীতি বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার অর্থনীতি কার্যকরণে ১০০% বেসরকারীকরণের নিমিত্তে -বেসরকারীকরণ আইন-২০০০ প্রণয়ন ও বহাল করে। লেনিনদের মতোই রাষ্ট্রায়ত্তখাতের প্রাধান্য বিষয়ক ১৩ নং অনুচ্ছেদ এখনো বাংলাদেশের সংবিধানে অটুট ও অক্ষুন্ন আছে। তবে বস্তুত: ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত কেবল প্রধানই নয় বরং বিদ্যমান সংবিধান বিরোধী আইন ও সরকারী অসাংবিধানিক সিদ্ধান্তমূলে প্রাইভেট খাত অপ্রতিদ্বন্দ্বি । ফলে- বাংলাদেশে একদিকে যেমন কোটিপতি সংখ্যা বহু তেমন দরিদ্র জনসমষ্টির হার নিত্য ক্রমবর্ধমান। তবু, স্বয়ং শেখ মুজিবের ঘোষণা ও মুজিবভক্তদের দাবীমতো শেখ মুজিব শোষিত মানুষের পক্ষে।

পৈত্রিক সূত্রে রাজা-হাম্মুরাবী নিজে ব্যাপক সেনাশক্তি বৃদ্ধি করে একের পর এক যুদ্ধ করে তাঁর রাজ্যের চতুর্পাশের রাজ্যগুলি দখল করে পরাজিত রাজ্যের রাজা সমেত প্রজাগণকে নিজের দখলীয় ফাঁদে ফেলে হয় হত্যা,নয়তো বন্দী ও দাস বনিয়েছে এবং সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া সহ জমি-জমা চাষবাসে বাধ্য করেছে। অথচ, তাঁর সাম্রাজ্যে যদি কেউ কাউকে ফাঁদে ফেলে তবে তাকে মৃত্যুদন্ডের বিধান দিয়ে অনুরূপ বিধানটিকে নাম্বার ওয়ান হিসাবে স্থীরকৃত করে দাসতন্ত্রকে লিখিত আইনী রূপ দিয়ে কেবলই হত্যা-খুনের বিচারিক বিধান চালু করে কার্যত তাঁর সাম্রাজ্যের সকলকে সন্দেহভাজন অপরাধী বা প্রথম চোটেই তাদেরকে ফাঁদে ফেলা ধান্ধাবাজ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আর পলাতক দাসকে জীবন স্বত্বের অধিকার হতে বঞ্চিত করেছেন কেবল নয় বরং পলাতক দাসের আশ্রয়দাতার মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত করেছেন তাঁর কোডে। তবু,হাম্মুরাবী ঘোষণা করেছিলেন-তিনি দাস ও পীড়িতের রক্ষক। অনুরূপ বিষয়ে উদ্বৃতি এই:

In his own words, Hammurabi said:
"Anu and Bel called by name me,
Hammurabi, the exalted prince, who
feared God, to bring about the rule of
righteousness in the land, to destroy the
wicked and the evil-doers; so that the
strong should not harm the weak..."
He referred to himself as the "shepherd of the
oppressed and of the slaves,"

অত:পর, দাস মালিক বা দাস প্রভুদের প্রভু সম্রাট হাম্মুরাবী নিজ দাবী মতো যেমন দাস ও পীড়িতদের সেবক ও রক্ষক তেমন লেনিন-মুজিবও স্ব-স্ব ঘোষণায় শোষিতের পক্ষে ও সেবক। তাহলে, শোষক ও পীড়কের সর্দ্দার ও মোড়ল-মাতুব্বর কে?

(জ) জন্ম ইটালীতে হলেও হলান্ড, ইংলন্ড ,স্পেন ও ফ্রান্সে বিকশিত পুঁজি -পুঁজিবাদী সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় সমগ্র দুনিয়াকে অধীনস্ত করে দুনিয়াটাকেই পুঁজিবাদী ধাঁচে গড়ে তুলেছিল কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহার রচিত হওয়ার পূর্বেই । ফলে- বৈশ্বিক পরিসরের পুঁজিবাদী সমাজের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার সমস্যাটা নিছকই একটি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা নয় বরং প্রকৃতার্থেই ছিল একটি সামাজিক সমস্যা। অত:পর, তৎকালে পুঁজির কেন্দ্রীভূত অবস্থা ও বৃহৎদায়তন উৎপাদনের প্রেক্ষিতে পুঁজিবাদ অপসারণে যোগ্য ও উপযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থান ছিল ফ্রান্স, ইংলন্ড ও জার্মানীতে বলেই মার্কস-এ্যাংগেলস উভয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্ত:ত ফ্রান্স, ইংলন্ড ও জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ ও সম্মিলিত বিশ্বযুদ্ধের শর্তেই পশ্চিম ইউরোপেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও সম্ভবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে- পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী সংগত কারণেই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ-সুবিধা রহিতকরণে ব্যক্তিমালিকানার অবসানের সাথে সাথে সেনা-পুলিশ সমেত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিলোপ সাধনে কেবলমাত্র সকলের অংশগ্রহণে

সকলের পূর্ব পরিকল্পনামতো সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করতো বলেই নীতিগত কারণেই পশ্চিম ইউরোপের উপনিবেশগুলোতে উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ-দখল বজায় রাখার প্রয়োজন বা সুযোগ ছিল না ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের বলেই পশ্চিম ইউরোপে একবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে যুক্তরাষ্ট্র সহ অপরাপর উন্নততর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণী যেমন পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর অনুগমণে-অনুসরণে ও সহযোগিতা-সমন্বয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জোরদার করতো তেমন পশ্চিম ইউরোপ হতে পালিয়ে যাওয়া বা পরাজিত বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানে যেখানে সুযোগ পেত সেখানেই সংগঠিত হয়ে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নানান ধরণের যুদ্ধ ও অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতায় লিপ্ত হত।

কিন্তু, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনকারী শ্রমিকশ্রেণী যখনই উৎদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের দায় হতে মুক্ত হয়ে কেবলই নিজেদের জন্য এবং নিজেদের মালিকানায় উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকে শোষণমুক্ত সমাজের সুফলে মুক্ত -স্বাধীন জীবনের আস্বাদ লাভ করতো এবং সমাজের সকল মানুষই এমন মুক্ত মানুষ তখন প্যারী কমিউনে যেমন পরাজয় আসন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসের নজিরবিহীন জীবন বলিদানের উৎসবে কমিউনাররা স্বগৌরবে জীবন দান করেছিল ঠিক তদ্রুপ নীতি-নৈতিকতায় পশ্চিম ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জনসাধারণ এবং অপরাপর দেশের শ্রমিকশ্রেণী একটি একক বৈশ্বিক পার্টির মাধ্যমে ইত:মধ্যে পরাজিত ও পরাজয়ের প্রান্তসীমায় উপনীত বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সমগ্র স্বশস্ত্র জনগণের যুদ্ধে উপনিবেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণীসহ জনগণ নিশ্চিত পরাজয়গামী বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে ভাড়ায়ও যুদ্ধ করতে খুব একটা রাজী হওয়ার কারণ ছিল না। স্বল্পকালীন প্যারী কমিউনের উন্নততর সভ্যতা অবলোকন করার কারণেই যেমন ফ্রান্সের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যভাবে প্যারী কমিউনারদের পক্ষ নিয়েছিল ফ্রান্সের জনগণ তেমন ইউরোপের সুসভ্য ও প্রাচুর্যময় সমাজতান্ত্রিক সমাজের আলোকচ্ছটায় সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণী ও মুক্তিকামী মানুষ সমাজতন্ত্রের পক্ষ নিত । অমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষের ১ম আন্তর্জাতিক সমিতি বিলুপ্তির পর ২য় আন্তর্জাতিক গড়ে উঠায় এবং ১৮৯৫ সালে ২য় আন্তর্জাতিকের সভাপতি হয়ে অমন অনুকুল অবস্থার প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য-সংগঠন সম্পর্কে আশাবাদ ব্যাক্ত করেছিলেন এ্যাংগেলস। এবং যদি সত্যি সত্যি ২য় আন্তর্জাতিক তাঁর আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব পালন করতো তবে আজকের বিশ্ব হত কেবলমাত্র মুক্ত মানুষের মুক্ত বিশ্ব। অর্থাৎ পুঁজিবাদ বিদায় নিত ইতিহাসের দৃশ্যপট হতে বলেই দি ফান্ডের আজকের রাজত্বের চরম দুর্ভোগ-দুরাবস্থায় পড়তে হতো না বিশ্বের তাবৎ শ্রমজীবীকে।

অথচ, এ্যাংগেলসের মৃত্যুর পরের বছরই জার্মান পুঁজির বৈশ্বিক বাজার সুনিশ্চিতে কলোনিয়াল ইংলন্ডকে কলোনী হতে উৎখাতে জার্মান রাজার ইত:পূর্বেকার গৃহীত নীতি যা তৎপূর্বে ইংলন্ড-ফ্রান্স ও স্পেন পরস্পরের বিরুদ্ধে গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের অজুহাতে কলোনীর পুঁজিপতিশ্রেণীর পুঁজির অনুকূলে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যুদ্ধে অর্থ প্রদানসমেত সকল ধরণের সাহায্য-সহযোগীতা করার রাজনৈতিক কৌশল-তা সমর্থন করেই প্রধানত জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং সেই পার্টির

প্রতিনিধিত্বে ২য় আন্তর্জাতিকের নেতা কাউৎস্কিদের কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে ১৯১৬ সালে ২য় আন্তর্জাতিক গ্রহণ করে জাতীয় মুক্তি-স্বাধীনতা ইত্যকার ভুয়া কার্যত বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থবাহী জাতি সমুহের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার বিষয়ক নীতি। আর সেই নীতিরই ধারাবাহিকতায় রুশীয় বলশেভিক লেনিন শ্রমিক-কৃষক বা জনগণের অভ্যুত্থানও নয়, কতিপয় সেনা কর্তার সহযোগিতায় রুশের ক্ষমতা দখল করে । কিন্তু এরূপ দখলীয় কার্যক্রমকে রাশিয়ার জনগণ কর্তৃক অনুমোদনে ব্যর্থ হয়ে এবং হাম্বুরাবীর মতো ঐশ্বরিক ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হয়ে বা রুশীয় জারের মতো ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে উত্তরাধিকার সূত্রে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব লাভ না করলেও জনাব লেনিন নিজ কর্তৃত্ব বলে রুশ রিপাবলিকের নামে অত্র সংবিধানটি প্রস্তুত করে অত্র সংবিধানমুলে যে রাষ্ট্র গঠন করতে তৎপর হলেন তাতে কিন্তু কোথাও রুশ রাষ্ট্রের বিলীন ও বিলুপ্ত হওয়ার সেকশন-বিধান সন্নিবেশিত করেননি।

কিন্তু, "বেঈমান" কাউৎস্কির শিষ্য লেনিন ২য় আন্তর্জাতিকের শ্রমিকশ্রেণী বিরোধী জাতীয়তাবাদের নীতি-কৌশলের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে মার্কস ও এ্যাংগেলস কর্তৃক উদ্ঘাটিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-সূত্রকে কার্যত অস্বীকার ও অকার্যকর করে তখনকার সময়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর আগ্রহ ও প্রত্যাশাকে প্রতারিত করতে জালিয়াতিমুলে নিজেকে অকৃত্রিম-খাঁটি "মার্কসবাদী" হিসাবে জাহির করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থেকে রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার সমাজতান্ত্রিক বক্তব্যকে ভিন্ন মোড়কে প্রচার করেছিলেন। তবু, লেনিন তাঁর সংবিধানে রাষ্ট্রকে শুকিয়ে মারার বিধান কেন সংযুক্ত করলেন না ? এ্যাংগেলস যেমন প্রুধোঁদের সম্পর্কে বলেছিলেন মতলববাজ লোকেরা যা বলে ক্ষমতায় গিয়ে করে তার বিপরীত,লেনিন সাহেব সেই মতলববাজদের দলভুক্ত বলেই অনুরূপ ক্রিয়াই সম্পাদন ও সংঘটন করেছেন বলে তদ্বিষয়ে জনাব লেনিনের রাষ্ট্র বিষয়ক মতামতই উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত প্রামাণ্য বিধায় তদমর্মে লেনিনের মতামতই উল্লেখ করা শ্রেয়-

'সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ, ৪৪ সংখ্যা, ২৩ আগষ্ট,১৯১৫ সালে প্রকাশিত "ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র ধ্বনি" লেনিন লিখেছেন- "কমিউনিজমের পরিপূর্ণ জয়লাভের ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সহ সর্ববিধ রাষ্ট্র নি:শেষ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জাতি সমুহের যে ঐক্য ও স্বাধীনতার রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে আমরা সমাজতন্ত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট করি সেই রাষ্ট্ররূপ হল বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র (শুধু ইউরোপীয় নয়)। তবে স্বাধীন একটা ধ্বনি হিসাবে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বনি কিন্তু বড়ো একটা সঠিক হবে না; কেননা প্রথমত, তা সমাজতন্ত্রের সংগে অচ্ছেদ্য, দ্বিতীয়ত, তা থেকে এই ভ্রান্ত অর্থ করা সম্ভব যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব এবং সে দেশের সংগে অন্যান্য দেশের সম্পর্ক বিষয়েও তাতে ভুল বোঝার অবকাশ থাকবে।" অর্থাৎ লেনিনীয় সমাজতন্ত্রও রাষ্ট্র বিলুপ্তির শর্তেই কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করবে তবে তা হবে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু, এরূপ যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বনিটি আপাত:ত গোপন রাখতে, কেননা তা-হলে কেবলমাত্র একটি দেশে লেনিনীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লেনিনীয় তত্ত্বটি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে এবং পূর্ব হতেই এমন বলা হলে লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক বৈরী হবে। কি ভয়ানক কথা যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

হবে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে তা বলা যাবে না বা সেসম্পর্কে পরিস্কার বক্তব্য জানবে না সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারীরা ?

তবে, মার্কসবাদী লেনিন মহোদয় যে, সমাজতন্ত্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে মার্কসদের আবিস্কার ও তত্ত্বকে অস্বীকার অর্থাৎ কেবলমাত্র এক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বর্ণিত ভুয়া তত্ত্ব দ্বারা পরিপূর্ণভাবে অকার্যকর করেছেন তাতে কি সন্দেহ আছে? সমাজতন্ত্র কেবলই কতিপয় ব্যক্তির হুকুম-নির্দেশ বা কৌশলী আচরণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নয় বরং, পুঁজিবাদী উপকরণ সমূহের বিদ্রোহের কারণে সমাজ বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও কেবলই শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত ও সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে মর্মে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার হতে পুঁজি সহ মার্কস-এ্যাংগেলস তাঁদের অপরাপর সকল গ্রন্থে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ সমেত প্রমাণ করেছিলেন তা কি জনাব মার্কসবাদী লেনিন তিলমাত্র বিবেচনায় নিলেন নাকি, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নিজের মতলবী রাজনৈতিক মতবাদ তথা লেনিনবাদ হাজির করলেন?

উপরে উদ্ধৃত লেখার পরের প্যারায় লেনিন লিখেছেন- " অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হল পুঁজিবাদের এক অনপেক্ষ নিয়ম। এ থেকে দাঁড়ায় যে প্রথমে কয়েকটি দেশে, এমনকি আলাদাভাবে একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব। পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে ও নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করে সেদেশের বিজয়ী প্রলেতারিয়েত দাঁড়াবে অবশিষ্ট পুঁজিবাদী দুনিয়ার **বিরুদ্ধে,** নিজের দিকে আকর্ষণ করবে অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণীগুলোকে, সে সব দেশে বিদ্রোহ জাগাবে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, এবং প্রয়োজন দেখা দিলে শোষক শ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে এমনকি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে। বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েত যেখানে জয়লাভ করছে, সে সমাজের রাজনৈতিক রূপ হবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, উক্ত জাতি বা জাতি সমূহের প্রলেতারীয় শক্তি তা ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করে তুলবে সেই সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যারা তখনো সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হয় নি। নিপীড়িত শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ছাড়া শ্রেণী সমূহের অবলুপ্তি অসম্ভব। পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ন্যুনাধিক দীর্ঘ ও একরোখা সংগ্রাম ছাড়া সমাজতন্ত্রে জাতি সমূহের অবাধ ঐক্য অসম্ভব। "

কিন্তু এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত লেনিনবাদী রাষ্ট্রগুলো অবশিষ্ট বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে নয় বরং নিজেরাই অর্থাৎ চীন-ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া বা চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন বা যুগোশ্লাভিয়া-সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে কেবল মতাদর্শ, কূটনৈতিক , বাণিজ্যিক যুদ্ধ-ই করেনি বরং এদের কেউ কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছে।

অত:পর, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দীর্ঘ ও একরোখা সংগ্রামতো দুনিয়াবাসী দেখেনি। তৎসত্ত্বেও লেনিনবাদের সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে লেনিনবাদ যর্থার্থ ও সঠিক? অথবা, মার্কস-এ্যাংগেলস সমাজতন্ত্র বলতে যা যা

বুঝেছিলেন বা প্যারী কমিউন যে বিশ্ব সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল আর লেনিন সাহেব লেনিনীয় ধারণায় যে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করলেন – তা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমার্থক ? শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক পরিণতি ও নিয়মে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে শ্রমিকশ্রেণী না কি লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর স্বশস্ত্র সহযোগীতা ও হামলা–আক্রমণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র ?

অথবা, পশ্চিম ইউরোপ সহ অপরাপর পুঁজিবাদী দেশে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র সহ শ্রমিকশ্রেণীর একটি একক বিশ্ব সংগঠনের মাধ্যমে গড়ে উঠা বৈশ্বিক ঐক্য–সংহতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সার্বিক আন্দোলন ; এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধুনিকতা ও উন্নততর তথ্য–প্রযুক্তি ব্যবহার; এবং পুঁজিবাদী নৈরাজ্যিক অর্থনীতির পরিবর্তে সকলের মতামতের ভিত্তিতে পূর্ব ও সুপরিকল্পিত উৎপাদনের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নমূলক সকল অংগ তথা সেনা–পুলিশ, কোর্ট–কাচারী, রাষ্ট্রিক নির্বাহী সমেত তাবৎ পরজীবী গোষ্ঠীমুক্ত সকল মানুষের সাধারণ মালিকানাধীন উৎপাদন উপকরণের পরিকল্পিত ও সার্বজনীন ব্যবহারের মাধ্যমে সকলের সম্মিলিত শ্রমে উৎপাদিত সামগ্রীর ভোগ–ব্যবহারে সকলের অধিকার নিশ্চিতকরণ; এবং সমাজের ভান্ডার হতে সকল শিশুর একই মানের ও একই ধরণের শিক্ষা–দীক্ষা সহ ভরণ–পোষণ এবং কর্মক্ষমতাহীন, রুগ্ন ও বৃদ্ধদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন; এবং পুঁজিবাদীদের আক্রমণ–প্রতি আক্রমণ প্রতিহতকরণে স্বশস্ত্র জনগণের সম্মিলিত কার্যক্রম ইত্যকার বিষয়াদির উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন ও তদ্রুপ বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজনের সার্বজনীন ইচ্ছা অনুসারে পরাধীন বা কলোনীর শ্রমজীবী মানুষজন সমাজতন্ত্র অভিমুখীন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যতৎপরতা চালিয়ে শেষত ও চূড়ান্ত অর্থে বিশ্ব পরিসরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তথা অবশিষ্ট সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক কাঠামোর বিলোপ–অবসান ঘটাতো?

অথবা, যদি লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো একরোখা যুদ্ধ বা অপরাপর রাষ্ট্রের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য নিপীড়িত শ্রেণীকে প্ররোচিত ও উসকানী প্রদান করতো এবং তদসমর্থনে সামরিক হস্তক্ষেপ সহ আর যা যা করণীয় মর্মে উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে লেনিন নির্দেশ করেছেন তা যদি যথার্থই করা হয় তবে মহান লেনিনের "প্রত্যেক জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" বা "সেল্‌প ডিটারমাইনেশন" এর ভুয়া তত্ত্ব সমুহ কি যথার্থ ও কার্যকর মর্মে লেনিন কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত হয়? অবশিষ্ট পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমুহের নিপীড়িত শ্রেণী বা মানুষ কি ভাবে নিজেদেরকে শাসন–নিয়ন্ত্রণ করবে সেই বিষয়ে যদি বহিরাগত কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ বা উসকানী দেয় তবে কি হস্তক্ষেপকারী কর্তৃক অপরাপর জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণ বা সেল্‌ফ ডিটারমাইনেশনের অধিকার স্বীকার করা হয় ? অথবা, অত্র সংবিধানের মৌলনীতি চতুষ্টয়ের ৪ নং নীতি তথা উদ্ধৃতি এই: "The free development of national minorities and ethnographic groups inhabiting the territory of Russia."

এবং অত্র সংবিধানের সেকশন-৪৯(ই) এ বর্ণিত এই: "Admission of new members to the Russian Socialist Federated Soviet Republic, and recognition of the secession of any parts of it;" বলবত ও কার্যকর থাকাবস্থায় অবশিষ্ট পুঁজিবাদী রাষ্ট্র- কি লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আদৌ হামলা-আক্রমণ করতে পারে? আর যদি অবশিষ্ট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হামলা-আক্রমণ করে বা তদমর্মে বিদ্রোহ উসকিয়ে দেয় বা প্ররোচিত করে তবে কি অত্র সংবিধানের উল্লেখিত নীতি বা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রুশিয়া হতে কোন অংশের বিচ্ছিন্নতার সাংবিধানিক অধিকার স্বীকৃত হওয়া সহ সংবিধানের কর্তৃত্ব অটুট ও অক্ষুন্ন থাকে ? " বিচার মানি কিন্তু তালগাছ আমার চাই" রূপ নীতিবোধের ব্যক্তিরা হয়তো লেনিনীয় প্রীতিতে ও নিজস্ব পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা অটুট-অক্ষুন্ন রাখতে বলতে পারেন যে, বিপ্লবের জন্য জন্ম নেওয়া মহান বিপ্লবী লেনিন সাহেব তাঁর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বযুক্ত রাষ্ট্র সম্পর্কে যখন যাহাই বলুক না কেন তা যদি পরস্পর স্ববিরোধী বা সামঞ্জস্যহীন বা সাংঘর্ষিকও হয় তাতেও কিছু যায় আসে না কারণ- গুরু লেনিনের অমর বাণী যা বেদবাক্য তুল্য ও লেনিনবাদীদের জন্য আবশ্যিকীয়ভাবে মান্য ও পালনীয়। অত:পর, মাথা মোটা স্বার্থান্ধ কে লেনিন না, লেনিনবাদীরাও ?

লেনিন কর্তৃক ফেব্রুয়ারী -১৯১৬ সালে লিখিত ও Vorbote পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-১৯১৬ সালে প্রকাশিত - "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার। (থিসিস) " এ লেনিন লিখেছেন- "বলাই বাহুল্য গণতন্ত্রও হল রাষ্ট্রের একটা রূপ, রাষ্ট্র লোপ পেলে গণতন্ত্রও লোপ পাবে, কিন্তু সেটা ঘটবে কেবল চূড়ান্ত বিজয়ী ও কায়েমী সমাজতন্ত্র থেকে পরিপূর্ণ কমিউনিজমে উত্তরণের সময়।"

অর্থাৎ লেনিন সাহেব কবুল করেছেন যে, কমিউনিজমে রাষ্ট্র লোপ পাবে। তা-হলে লেনিনের সংবিধানে নিসন্দেহে সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রাশিয়ার রাষ্ট্রটি বিলুপ্তির বিধান থাকতেই হবে এবং অনুরূপ ধারা যুক্ত না করা যেমন লেনিনের উদ্ধৃত বক্তব্যের বিরোধী ও পরিপন্থী তেমন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বিলীন নয় চিরন্তন করারই অপপ্রয়াশ মাত্র। উল্লেখ্য- লীগ অব ন্যাশন্স সহ আই.এম.এফ ও নিজের নিজের লিক্যুইডেশনের বিধি-বিধান নিজ নিজ সংবিধান বা চুক্তিপত্রে সংযুক্ত করেছে। অথচ, রাষ্ট্র বিলোপবাদী মার্কসবাদী রুশী কমিউনিষ্ট লেনিন তাঁর রাষ্ট্র বিলুপ্তকরণের বিধান তদীয় সংবিধানে রাখবেন না তাও কি বিশ্বাসযোগ্য?

কিন্তু, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, লেনিনের সংবিধানে সোভিয়েত রাষ্ট্র ধ্বংসের কোন বিধি-বিধান যেমন নাই তেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯২৪, ১৯৩৬ এবং ১৯৭৭ সালের সংবিধানেও অনুরূপ কোন ধারা-উপধারা বা তদমর্মে কোন অনুচ্ছেদ বা প্রস্তাবনা যুক্ত হয়নি। এমনকি লেনিনবাদী অপরাপর রাষ্ট্র যেমন চীন-ভিয়েতনাম বা কোরিয়া ইত্যকার রাষ্ট্রগুলোর লেনিনবাদী ব্রাহ্মণরা বা নিউ কমিউনিষ্টরা অন্তত ৩/৪ বার নিজ নিজ রাষ্ট্রের সংবিধান বাতিল বা গ্রহণ ও বহাল করলেও যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও

কিউবাসহ কোন লেনিনবাদী রাষ্ট্রই বিলোপ বা বিলীনের কোন বিধান কখনো সংযুক্ত করেনি তাবৎ লেনিনবাদী- রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের রাষ্ট্রিক সংবিধানে।

অত:পর, লেনিনবাদী দুনিয়ার তাবৎ লেনিনবাদীরা বলবেন কি সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী না হোক অন্তত জনাব লেনিনের নিদান মতোও যদি খোদ লেনিনসহ আপনারা আপনাদের সৃষ্ট রাষ্ট্রগুলো বিলোপ-বিলীন না করেন তবে লেনিনের উপরোক্ত বক্তব্য মতো কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিতা করবেন কি ভাবে?

নিজের বক্তব্য ও মতামতের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিরোধপূর্ণ মতামত ও সাংবিধানিক বিধি-বিধান বা নিজস্ব সংবিধানের নির্দেশনা যদি লেনিন সাহেব নিজেই অমান্য - অস্বীকার ও অকার্যকর করেন বা দুনিয়ার প্রথম লিখিত বিধান অপেক্ষা নিকৃষ্টতর বিধি-বিধান যদি লেনিনের সংবিধানে যুক্ত হয় বা নিজস্ব সংবিধান মতো যদি নিজেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত না হয় বা বর্বর হাম্মুরাবী তাঁর বিধি দ্বারা তাঁর প্রজাগণের জন্য যে রূপ আইনানুগ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিহীত করেছেন অন্তত - সেরূপ সুযোগ-সুবিধা হতে আরো কম সুযোগ-সুবিধা প্রদানেও অক্ষম হয় লেনিনের সংবিধান তা-হলেও কি লেনিনের সংবিধান বর্বর হাম্মুরাবীর বিধি অপেক্ষা উন্নততর গণ্য হবে? তবে, হাম্মুরাবীর বিধি ও লেনিনের সংবিধান-এদুটির উপরোক্ত তুলনামুলক আলোচনা দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, লেনিনই সর্বকালের সর্ব নিকৃষ্ট দাস মাষ্টার বলেই লেনিনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাসিন্ধাগণ হাম্মুরাবীর বাসিন্ধাদের তুলনায় আইনানুগভাবে অধিকতর দাস ছিল হেতু লেনিনের সংবিধান- বর্বর হাম্মুরাবীর কোডের চেয়েও জঘন্য।